নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. ফিল্. উপাধি প্রাপ্তির

নিমিত্ত প্রস্তুত গবেষণাসন্দর্ভ।

গবেষক : দেবাশীষ নস্কর।

ক্রমিকসংখ্যা : MPSA194015.

নিবন্ধন সংখ্যা : 119306 বর্ষ : 2012-2013.

শিক্ষাবর্ষ : 2017-2019.

তত্ত্বাবধায়িকা :

ড: শিউলি বসু।

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

কলকাতা- 700037

2019.

DECLARATION

Certified that the thesis entitled, "**নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন**", submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy(Arts) in Sanskrit of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work is being carried out, or to any other institution. A paper out of this dissertstion has also been presented by me at a seminar at Jadavpur university, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation(2017) of Jadavpur University

.....

(Name/or signature of the M.Phil Student
with Roll number and Registration number)

On the basis of academic merit satisfying all the criteria declared above the dissertation work of Debasish Naskar, edtitled **"নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন"** is now ready for submission towards the partial fulfilling of the the Degree of Master of Philosophy(Arts) in Sanskrit of Jadavpur University.

....

Head Supervisor & convener of RAC Member of RAC
(Department of Sanskrit)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা হল একজন ব্যক্তির পদ্ধতিগত স্বতঃস্ফূর্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত কার্যের ফল। প্রাত্যহিক জীবনে যেকোন বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি মেনে গবেষণা করা যায়। গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হওয়ার পরই এর গুরুত্ব এবং সমস্যার প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়।

একজন নবীন গবেষক হিসাবে আমাকেও **"নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন"** শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু সমস্যা থেকে উত্তরণের মার্গদর্শণ করিয়েছেন আমার আলোকপথের দিশারী তত্ত্বাবধায়িকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শিউলি বসু মহাশয়া। বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সবসময় সাহায্য করেছেন এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাই তাঁর চরণকমলে শতকোটি প্রণাম জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের প্রত্যেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের কাছে, বিশেষভাবে অধ্যাপক দেবদাস মণ্ডল মহাশয়ের কাছে, সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ গ্রন্থগারের কর্মীবৃন্দের কাছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের গ্রন্থাগারিকা সুমিষ্টভাষী শ্রুতি মল্লিক ও নির্বাচক নিমাই চন্দ্র সরদারের কাছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী রত্নাবসুর কাছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমার এই গবেষণা কার্যে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার অগ্রজ সৌমজিৎ সেন, দেবশ্রী ভদ্র, আদিত্য নারায়ণ বর্মন, মহাদেব দাস, সঞ্জীব মণ্ডল, জয়ন্ত নন্দী মণিকা হাসদা এবং সহপাঠী নাড়ুগোপাল মণ্ডল, মৌমিতা দাস, আমার পরিবারের বাবা, মা, দাদা, দিদি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদান্তে

দেবাশিস নস্কর।

শব্দসংকেত

অ. পু. - অগ্নিপুরাণ।

ন. দ. - নলদময়ন্তীয়।

না. শা. - নাট্যশাস্ত্র।

দ. রূ. - দশরূপক।

না. ল. র. কোষ - নাটক-লক্ষণ-রত্নকোষ।

সা. দ. - সাহিত্যদর্পণ।

কু. প্র. - কুসুমপ্রতিমা।

পৃ. - পৃষ্ঠা।

কা. প্র. - কাব্যপ্রকাশ।

কা. সূ. বৃ. - কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি।

কা. দ. - কাব্যাদর্শ।

ম. ভা. - মহাভারত।

নৈ. চ. - নৈষধচরিত।

ন. বি. - নলবিলাস।

ন. চম্. - নলচম্পূ।

ন. চ. - নলচরিত।

বৃ. ক. ম. - বৃহৎকথামঞ্জরী।

ছ. ম. - ছন্দমঞ্জরী।

N. E. S. Lit. - Nala Episode in Sanskrit Litaraturer.

A C. A. N. - A Critical Addition of Naishadha.

H. I. L. - History of Indian Literature (winternitz).

C. D. - Cambridge Dictionary (Internet).

সূচীপত্র

বিষয় : পৃ.

প্রস্তাবনা : I-II

প্রথম অধ্যায় : ১-১২

১. দৃশ্যকাব্যের স্বরূপ : ২-৪

২. দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি : ৪-৬

৩. কবি পরিচিতি : ৬-৯

৪. কবি কালীপদ তর্কাচার্যকৃত রচনাবলী, তাদের বর্গীকরণ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় : ৯-১২

দ্বিতীয় অধ্যায় : ১৩-২৩

১. সংস্কৃতসাহিত্যে নলকথানুসন্ধান : ১৪-২২

ক. *মহাভারতে* নলকথানুসন্ধান : ১৪-১৭

খ. *শিবপুরাণে* নলকথানুসন্ধান : ১৭

গ. মহাকাব্যে নলকথানুসন্ধান : ১৭-১৯

ঘ. চম্পূকাব্যে নলকথানুসন্ধান : ১৯-২০

ঙ. দৃশ্যকাব্যে নলকথানুসন্ধান : ২০

চ. *বৃহৎকথামঞ্জরী*-গ্রন্থে নলকথানুসন্ধান : ২১-২২

২. সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য সাহিত্যে নলকথানুসন্ধান : ২২-২৩

তৃতীয় অধ্যায় ২৪-৩৫

১. *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় : ২৫

২. *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের অঙ্কগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় : ২৬-৩৩

৪. পূর্বপ্রাপ্ত নলবৃত্তান্তের সঙ্গে *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ : ৩৩-৩৫

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ৩৬-৭৭

১. দৃশ্যকাব্যটির কাব্যমূল্য নির্ধারণ: ৩৭-৭৪

ক. নির্বাচিত ছন্দের ব্যবহার : ৩৭-৩৯

খ. অলংকার নিরূপণ : ৪০-৪৩

গ. রসবিচার : ৪৩-৪৫

ঘ. গুণ নিরূপণ : ৪৬-৪৯

ঙ. রীতি নিরূপণ : ৫০-৫৩

চ. প্রধান চরিত্রগুলির মূল্যায়ণ : ৫৩-৫৯

ছ. সন্ধি ও অবস্থা : ৫৯-৬৩

জ. অর্থপক্ষেপক : ৬৩-৬৬

ঝ. অর্থপ্রকৃতি : ৬৭-৬৯

ঞ. প্রস্তাবনা : ৬৯-৭০

ট. মঙ্গলাচরণ : ৭০-৭১

ঠ. ভরতবাক্য : ৭১-৭২

ড. নাট্যোক্তি নিরূপণ : ৭২-৭৫

২. দৃশ্যকাব্যটির নাটকত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ : ৭৫-৭৭

উপসংহার : ৭৮-৮২

গ্রন্থপঞ্জী : ৮৩-৮৭

প্রস্তাবনা

সুমধুর সংস্কৃতকাব্যসংসারে আদিকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিককালের বহু কবির কাব্যরচনা দ্বারা সংস্কৃতসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। এই কাব্য দ্বারা যশলাভ, অর্থলাভ, লোকব্যবহারজ্ঞানলাভ, অমঙ্গলাদি নিবারণ, আনন্দপ্রদান, সুললিতোপদেশ প্রদানাদি ও হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আচার্য মম্মট তাঁর *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থে বলেছেন -

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।

সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।।"[১]

দৃশ্য-শ্রব্য ভেদে কাব্যকে যথাক্রমে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য এই প্রধান দুই ভাগে ভাগকরা হয়। শ্রব্যকাব্যকে আবার গদ্য, পদ্য, মিশ্র বা চম্পূ ইত্যাদি তিনটি ভেদ প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে দৃশ্যকাব্যকে দশটি রূপক এবং অষ্টাদশ উপরূপকে ভাগকরা হয়। আবার আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে দৃশ্যকাব্যে রামাদি স্বরূপের আরোপ করা হয় বলে দৃশ্যকাব্যকে রূপক নামে অভিহিত করেছেন -

"তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্।"[২]

কাব্য তথা দশটি রূপকের মধ্যে নাটকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে ধরা হয়। সুবিশাল *মহাভারত* বহু আখ্যান, উপাখ্যানে সমৃদ্ধ। বিশ্বনাথ তার *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে আখ্যানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. কা. প্র. ১/২।

২. সা. দ. ৬/১।

"অস্মিন্নার্ষে পুনঃ সর্গা ভবন্ত্যাখ্যানসংজ্ঞকাঃ।"[১]

অর্থাৎ ঋষি প্রণীত মহাকাব্যের সর্গগুলিকে আখ্যান বলা হয় এবং আখ্যানের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি উপাখ্যান নামে পরিচিত। এই আখ্যান, উপাখ্যান গুলি পরবর্তী কালের সাহিত্যিকদের কাব্য রচনার মূল উৎস প্রতিপাদিত হয়েছে। *মহাভারতের* এমনি এক উপাখ্যান হল নলোপাখ্যান। এই উপাখ্যান নল এবং দময়ন্তীর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ কাব্যসাহিত্যই প্রেমকাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত। সংস্কৃতসাহিত্য এর অন্যতম প্রমাণ। সংস্কৃতসাহিত্যের সুপ্রাচীন বৈদিকসংস্কৃতসাহিত্যে *ঋগ্বেদের* পুরুরবা-উর্ব্বশী সংবাদসূক্ত থেকে শুরু করে লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যের আধুনিক কবি সীতানাথ আচার্যের *'কা ত্বম্ শুভে'* পর্যন্ত সর্বত্র প্রেমময়তার স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতসাহিত্যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা, শিব-পার্ব্বতী, রাম-সীতা, উদয়ন-বাসবদত্তা, উর্ব্বশী-পুরুরবা, মালবিকা-অগ্নিমিত্র, রাধা-কৃষ্ণ প্রমুখ চরিত্রগুলি অতীব প্রসিদ্ধ। এঁদের ন্যায় প্রসিদ্ধ অমর প্রেমিকযুগল নল ও দময়ন্তী। সংস্কৃতসাহিত্যে বহু কবি মহাভারতের নলোপাখ্যানকে উপজীব্য করে নল-দময়ন্তীর প্রেমকাহিনীকে তাঁদের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে যে সকলকাব্য রচনার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আধুনিক কবি শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য। তাঁর রচিত *'নলদময়ন্তীয়ম্'* এই দৃশ্যকাব্যকে অবলম্বন করে সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন এই গবেষণা প্রৰন্ধের মূল উদ্দেশ্য। প্রৰন্ধের সঠিক রূপায়ণের নিমিত্ত চারটি প্রধান অধ্যায়ে বিভজন করে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু সন্দর্ভটি বাংলাভাষায় লিখিত তাই সংস্কৃতশ্লোকগুলি বাংলাভাষায় লেখাতে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবের জন্য ত্/ৎ, য/য়, ঢ়/ঢ, ড়/ড, ব/ৰ -এর ক্ষেত্রে ভ্রান্তি হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি সাজানোর ক্ষেত্রে MLA পদ্ধতিকে অবলম্বন করা হয়েছে, তথ্যসূত্রগুলি পাদটিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সর্বোপরি অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল থেকেই গেছে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

---

১. সা. দ. ৬/৩৬৫।

প্রথম অধ্যায়

১. দৃশ্যকাব্যের স্বরূপ :

২. দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি :

ক. ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* মতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি।

খ. দৃশ্যকাব্য উৎপত্তি বিষয়ে আলংকারিকদের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি।

২. *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের কবি পরিচিতি :

৩. কবির দ্বারা রচিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

১. দৃশ্যকাব্যের স্বরূপ :

যেহেতু *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন এই গবেষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, সেহেতু দৃশ্যকাব্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। *নাট্যশাস্ত্রের* আদি প্রবক্তা ভরতাচার্য নাট্যকে দৃশ্যকাব্যের সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে লোকবৃত্তি বা প্রবৃত্তির অনুকরণ হল নাট্য -

"লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যম্।।"[১]

অর্থাৎ মানুষের প্রবৃত্তির স্বার্থক অনুকরণ হল নাটক। এছাড়াও তিনি বলেছেন-

"ত্রৈলোকস্য সর্বস্য নাট্যং ভবানুকীর্তণম্।।"[২]

অর্থাৎ ত্রিলোকের সবকিছুর অনুকরণ হল নাট্য। অনুরূপভাবে নাট্যশাস্ত্রের অনুকরণকর্তা ধনঞ্জয় তাঁর *দশরূপক* গ্রন্থে নাট্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্।।"[৩]

অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণ করাই হল নাট্য। আবার *অবলোক* টীকায় বলা হয়েছে-

"কাব্যোপনিবদ্ধধৌরদাত্তাদ্যবস্থানুকারচতুর্বিধাভিনয়েন তাদাত্মপত্তির্নাট্যম্।"[৪]

অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যে বর্ণিত রামদুষ্যন্তধীরদাত্ত প্রভৃতি নায়কাদির অবস্থার অনুকরণরূপ চার প্রকার অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে একরূপতা প্রাপ্তিই নাট্যনামে পরিচিত। এখানে মূলত দুটি শব্দ প্রধানরূপে অবস্থান করছে। যথা- 'অবস্থা' এবং 'অনুকৃতি'।

● অবস্থা :

সাগরনন্দী তার '*নাটকলক্ষণরত্নকোষ*' গ্রন্থে অবস্থার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. না. শা. ১। ১০৯।
২. না. শা. ১। ১০৬।
৩. দ. রূ. প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৫৩ ।
৪. তদেব, পৃ. ৫৩।

"অবস্থা যা তু লোকস্য সুখদুঃখসমুদ্ভবা।

তস্যাস্ত্বভিনয়ঃ প্রাজ্ঞৈর্নাট্যমিত্যভিধীয়তে।।"[১]

অর্থাৎ জাগতিক সুখ-দুঃখ থেকে সঞ্জাত মানুষের যে অবস্থা, তারই অভিনয় নাট্য। আবার আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অভিনয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"ভবেদভিয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্বিধঃ।

আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্য্যঃ সাত্তিকস্তথা।।"[২]

তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর *কুসুমপ্রতিমা* টীকায় অবস্থার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাস্তবে রামাদির যে স্বরূপ, সেই স্বরূপের কথাই বলেছেন।[৩]

● অনুকৃতি :

অনুকৃতি শব্দের অর্থ হল অনুকরণ। এই প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হরিদাস-সিদ্ধান্ত-বাগীশ তাঁর *কুসুমপ্রতিমা* টীকায় বলেছেন-

"...অনুকারঃ অনুকরণম্।"[৪]

বাস্তবের রাম-দুষ্যন্ত প্রভৃতি চরিত্রের আচার-আচরণ, বেশভূষা, আলাপ-প্রলাপ, চালচলন, ভাব প্রভৃতি প্রতিটি অবস্থার অভিনয়ের মাধ্যমে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন যার দ্বারা সহৃদয় সামজিকগণ অভিনেতা বা নটের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, যা অনুকরণ নামে পরিচিত। অর্থাৎ বলা যায় বাস্তবের রাম-দুষ্যন্ত প্রভৃতি চরিত্রের আচার-আচরণ, বেশভূষা, চালচলন, ভাব প্রভৃতি অবস্থার অনুকরণের মাধ্যমে চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা যা দর্শকদের সামনে উপস্থাপনা করা হয় সেটি নাট্য নামে পরিচিত।

---

১. না. ল. র. কোষ ১/১।

২. সা. দ. ৬/২ ।

৩. "অবস্থানাং বাস্তবিকরামাদিস্বরূপানাম্...।"- সা. দ. কু. প্র. টীকা, পৃ. ২।

৪. সা. দ. কু. প্র. টীকা, পৃ. ২।

এই নাট্য দেখার যোগ্য হয় বলে একে রূপ বলা হয়েছে এবং নাট্যে রূপের আরোপ হয় বলে একে রূপক বলা হয়। তাই বলা হয়েছে-

"রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে।"[১]

"তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকমিত্যুচ্যতে।।"[২]

অর্থাৎ নাট্য, রূপ এবং রূপক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তভেদে কেবল নামান্তর মাত্র। রূপক আবার দশ প্রকার। যথা-

"নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।

ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকানি দশ।।"[৩]

এছাড়াও আঠারো প্রকার উপরূপক পাওয়া যায়। এগুলি হল- নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপ, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাস, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী হল্লীশ, ভাণ প্রভৃতি। উক্ত রূপক এবং উপরূপক গুলিকে দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত রূপে মানা হয়।[৪]

২. দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি :

ক. আচার্য ভরতের মতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি :

দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিবাদের অন্ত নেই। সুতরাং এবিষয়েসঠিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা বেশ কষ্টসাধ্য। প্রথমে প্রাচীন *নাট্যশাস্ত্রকার* আচার্য ভরতের মতামত বিশ্লেষণ করা হবে এবং তারপর এবিষয়ে বিবিধ মতামত গুলি পর্যালোচনা করা হবে। আচার্য ভরত আনুমানিক খ্রী. পূ. প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ছত্রিশটি অধ্যায়ে, প্রায় ছয় হাজার শ্লোকে *নাট্যশাস্ত্র* রচনা করেছিলেন। এর বিষয়বস্তু নির্বাচন বিষয়ে বলা হয়েছে -

---

১. দ. রূ. পৃ. ৫৫।
২. সা. দ. ৬/১।
৩. সা. দ. ৬/৩ ।
৪. সা. দ. ৬/৪-৬ ।

"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি।"[১]

অর্থাৎ তিনি *ঋগ্বেদ* থেকে পাঠ, *সামবেদ* থেকে গান, *যজুর্বেদ* থেকে অভিনয় এবং *অথর্ববেদ* থেকে রস গ্রহণ করেছিলেন। এই *নাট্যশাস্ত্র* রচনার নেপথ্যে আচার্য ভরত যে কারণ দেখিয়েছেন তা হল- প্রচীনকালে কোন একসময় জম্বূদ্বীপ গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়েছিল, তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পিতামহের কাছে কোন একটি ক্রীড়নীয়ক বা খেলার সামগ্রী প্রস্তুত করতে অনুরোধ করেন যা দৃশ্য এবং শ্রব্য হবে। যেহেতু বেদপাঠে শূদ্রদের অধিকার ছিল না, তাই এটি পঞ্চমবেদ রূপে শূদ্রদেরও পাঠযোগ্য হবে।

"মহেন্দ্র প্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।

ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ।।

ন বেদ ব্যবহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।

তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্।।"[২]

খ. দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি বিষয়ে বিবিধ মতামত :

দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি বিষয়ে ভরতের মতকে উপেক্ষা করে বহু পণ্ডিত তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে ম্যাক্সমূলার, ড. হার্টেল, ভিন্টারনিৎস্, সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলি দৃশ্যকাব্যের উৎস। যেমন- যম-যমী সংবাদসূক্ত(১০/১০), সরমা-পণি(১০/১০৮), বিশ্বামিত্র-নদী(৩/৩৩), পুরুরবা-উর্বশী(১০/৯৫) প্রভৃতি। ভিন্টারনিৎস্ সংবাদসূক্ত গুলিকে পরবর্তীকালীন কাব্য-মহাকাব্যের উৎস বলে মনে করেন।

---

১. না. শা. ১/১৭।

২. না. শা. ১/১১-১২ ।

"This ancient ballad poetry is the source both of the Epic and the drama, for these ballads consist of a narrative and dramatic element."[১]

অধ্যাপক পিশেল পুতুল নাচকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গরূপে স্বীকার করে এটি থেকেই দৃশ্যকাব্যের উৎস বলে মনে করেছেন। তিনি মনে করেন পুতুলকে যেমন মঞ্চের অন্তরাল থেকে সুতা দিয়ে নাচানো হয়, তেমনি সূত্রধারও পরোক্ষভাবে মঞ্চের অন্তরাল থেকে দৃশ্যকাব্যকে পরিচালনা করেন। তবে এ নিয়ে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যাপক লুডার্স এবং স্টেনকনো ছায়ারূপককে দৃশ্যকাব্যের উৎস বলে মনে করেছেন। যা সুভট রচিত *দূতাঙ্গদ,* মেঘপ্রভাচার্য রচিত *ধর্মাভ্যুদয়,* ভবভূতির *উত্তররামচরিতম্* প্রভৃতি নাটকে দর্শিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এগুলি অনেক পরবর্তীকালের রচনা, তাই এটি পূর্বে ছিল বলে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রমাণের অভাবে অনেক পণ্ডিত এই মতের সমালোচনা করেন।

অনেকে আবার প্রাচীন ভারতীয় অনার্য সভ্যতার প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। হরপ্পা-মহেঞ্জদড় সভ্যতার প্রত্নতাত্তিক নিদর্শনে নর্ত্তকীর মূর্তি ও নৃত্যরত দেবদেবীর নৃত্যরত মূর্তি দেখে নৃত্য ও নাট্যের মধ্য সাদৃশ্য অনুমান করেন। দক্ষিণ ভারতের অজস্র নৃত্যশালা, নটরাজমূর্তি প্রভৃতি দেখেও অনুমান করা হয়। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও এর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তিতে গ্রীকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল পণ্ডিতদের অধিকাংশ মনে করেন। তাঁরা বেশ কিছু সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে এই মত প্রদান করেন। যেমন- উভয় দৃশ্যকাব্যে প্রেমমূলক এবং অঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য, বিদূষক চরিত্র, যবনিকা শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Ionin' থেকে এসেছে বলে মনে করেন। কিন্তু কীথ্, পিশেল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এর বিরোধিতা করেন।

---

১. H. I. L , **প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯০।**

এছাড়াও পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীতে* নটসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, পতঞ্জলির *মহাভাষ্যে কংসবধ ও বালিবধ* দুটি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক এ. বি. কীথ্ কৃষ্ণোপাসনা, কেউ বসন্তোৎসব, কেউ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, কেউ আবার পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদি প্রভৃতিকে দৃশ্যকাব্যের উৎস বলে মনে করেছেন। সবশেষে বলা যায়, এবিষয়ে সর্বসম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তবে ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলি দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির নেপথ্যে বিশেষ প্রামাণ্য হতে পারে।

দৃশ্যকাব্যের পরম্পরায় কালিদাস পূর্ববর্তী নাট্যাকারদের মধ্যে অশ্বঘোষ (আনুমানিক খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক) *শারিপুত্রপ্রকরণ*, ভাসের(আনুমানিক তৃতীয় - চতুর্থ শতক) *স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, প্রতিমা, অভিষেক, দূতবাক্য, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, ঊরুভঙ্গ, বালচরিত, অবিমারক, চারুদত্ত* ইত্যাদি। ভাসের পর কালিদাসের(আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতক) *অভিজ্ঞানশকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র ,বিক্রমোর্বশীয়*। শূদ্রকের(আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতক) *মৃচ্ছকটিক*, শ্রীহর্ষের(আনুমানিক খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতক) *নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা*, ভট্টনারায়ণের(আনুমানিক খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতক) *বেণীসংহার*, ভবভূতির(আনুমানিক খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতক) *উত্তররামচরিত, মহাবীরচরিত, মালতিমাধব*, বিশাখদত্তের(আনুমানিক খ্রীষ্টিয় নবম শতক) *মুদ্রারাক্ষস* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা যায়।

২. কবি পরিচিতি :

নাট্যরচনার পরম্পরাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, কালিদাসের পূর্ববর্তী এবং কালিদাস পরবর্তী নাট্যকার। কালিদাস পরবর্তী তথা আধুনিক কবিদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ

---

১. অ. ব্যা. ৪ .৩. ১১০।

২. ম. ভা. ৩. ১. ২৬।

তর্কাচার্যের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে *'নলদময়ন্তীয়ম্'* নাটকে কিছুটা আভাস পেয়ে থাকি। এই দৃশ্যকাব্যের শুরুতেই সূত্রধার তাঁর বংশপরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন-

"...মধুসূদনসরস্বতীজন্মপূত-পুরন্দরবংশাঙ্কুরেণ তর্কাচার্য্যপদলাঞ্ছনেন শ্রীহরিদাসতর্কতীর্থাত্মজেন কবিনা সমর্পিতমস্মাসু "নলদময়ন্তীয়ম্" নাম নাটকং যথারসমভিনেতুম্।"[১]

অর্থাৎ তিনি আচার্য্য মধুসূদনসরস্বতীর পবিত্র পুরন্দর বংশের শ্রীহরিদাসতর্কতীর্থের পুত্র হলেন শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য। কিন্তু যদি আমরা তার বংশের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব, তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। ঊনশিয়া গ্রামে কান্যকুব্জগত পঞ্চব্রাহ্মণদের মধ্যে বীতরাগের বংশধর রাম মিশ্র। তাঁর বংশের আদি পুরুষ হিসাবে তন্ত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ শক্তি সাধক প্রমোদন পুরন্দরাচার্য ছিলেন রামমিশ্রের পপৌত্র। তিনি তাঁর বংশতালিকা সুবিস্তৃতভাবে *'মন্দাক্রন্তাবৃত্তম্'* গ্রন্থে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তালিকাটি হল- তাঁর পূর্বপুরুষ পুরন্দরাচার্যের চারজন পুত্র ছিলেন। যথা- শ্রীনাথচূড়ামণি, যাদবান্দ, ন্যায়াচার্য মধুসূদন সরস্বতী, বাগীশ প্রমুখ। শ্রীনাথচূড়ামণির পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁর পুত্র দেবীরাম, তাঁর পুত্র কন্দর্প, তাঁর পুত্র রমাকান্ত, তাঁর পুত্র চণ্ডীপ্রসাদ। চণ্ডীপ্রসাদের পাঁচ জন পুত্র হরকুমার, দ্বারিকানাথ, মহিমচন্দ্র, সীতানাথ ও গোপাল। হরকুমারের দুই পুত্র ছিল, তারা হলেন- হরিদাস তর্কতীর্থ ও কৃষ্ণদাস। হরিদাস তর্কতীর্থের চারজন পুত্র, যথা- কালীপদ তর্কাচার্য, হরিহর, রামরতন, কার্ত্তিক। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমাদের আলোচ্য *'নলদময়ন্তীয়ম্'* নাটকের রচয়িতা শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য। তিনি তাঁর চোদ্দ পুরুষের নাম সহ বংশতালিকা প্রস্তুত করেছেন। যথা -

---

১. ন. দ. পৃ. ২।

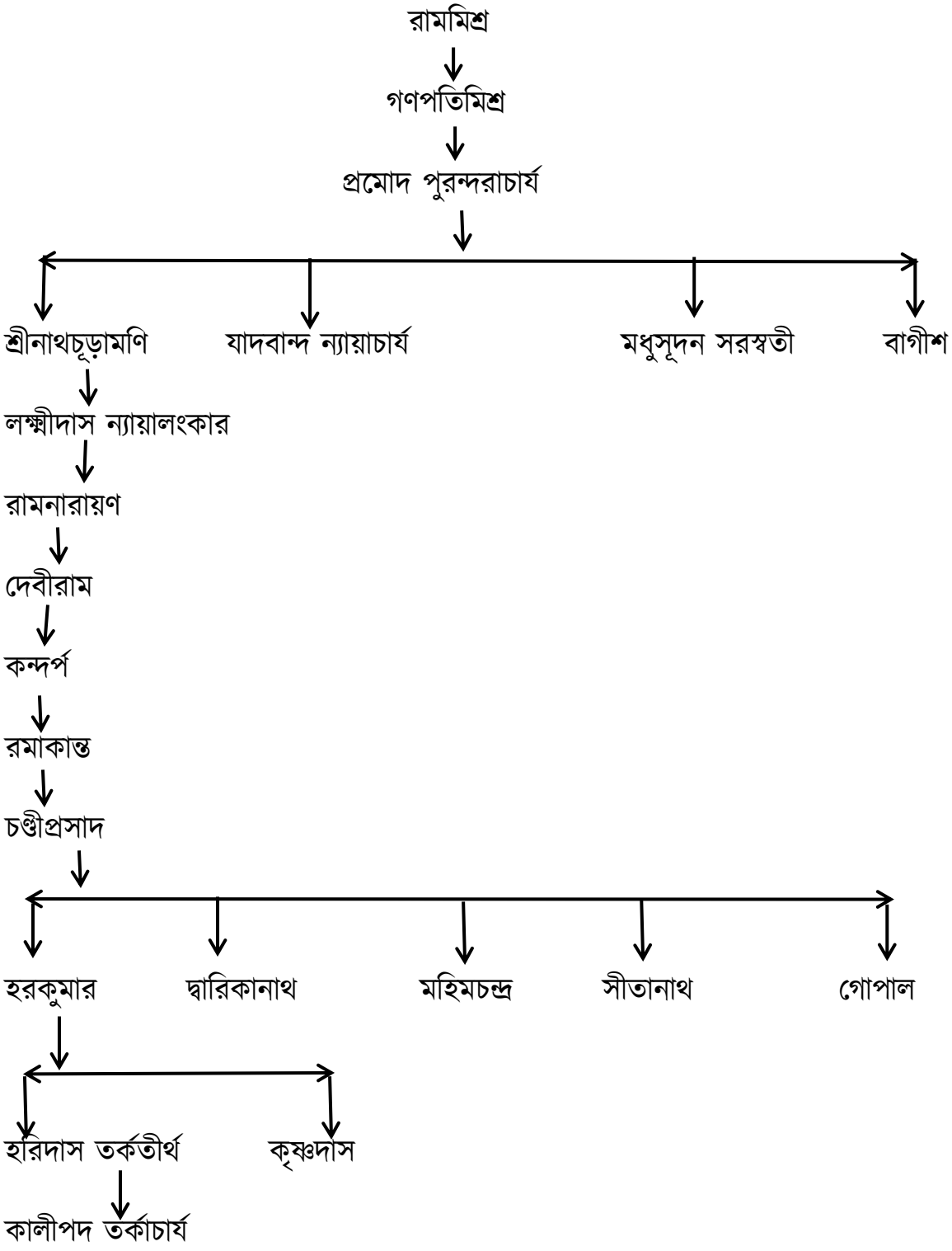

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩. শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মূলত ন্যায়-শাস্ত্রের পণ্ডিত হলেও সংস্কৃত সাহিত্যের বহু শাখায় তাঁর অবাধবিচরণ লক্ষ্য করা যায়। তাই *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যের প্রারম্ভে স্থাপক বলেছেন-

"তর্কে সুবিষমতত্ত্বে প্রতিভা প্রথিতা যথাকালম্।

নানাদর্শনবিদ্যামাজ্ঞাপয়তি প্রভোস্তুল্যা।।"[১]

ক. দৃশ্যকাব্য :

- ***প্রশান্তরত্নাকরম্* :**

শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য রচিত একটি অন্যতম দৃশ্যকাব্য হল '*প্রশান্তরত্নাকরম্*'। আমাদের অতিপরিচিত গল্প দস্যু রত্নাকরের ৰাল্মীকি হয়ে ওঠার কাহিনীকে অবলম্বন করে নয়টি অঙ্কে দৃশ্যকাব্যটি রচিত হয়েছে। এই দৃশ্যকাব্যের মূল চরিত্র রত্নাকর, ব্রহ্মা, নারদ, রাজা কামেশ্বর প্রমুখ। এখানে রত্নাকর অভাবের তাড়নায় ডাকাত দলে যোগ দিলেও তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজা কামেশ্বরকে সিংহসনচ্যুত করা। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি তার পেশায় পরিণত হয়। এরপর একদিন ব্রহ্মা ও নারদের সর্বস্ব হরণ করেন। তারপর তাঁরদের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর চৈতন্যোদয় হয় এবং ব্রহ্মার নির্দেশে একবছর তপস্যা করার পর নারদ তাঁকে বল্মীর স্তূপ থেকে আবিষ্কার এবং তার দস্যু থেকে প্রশান্তরত্নাকরে উত্তরণ ইত্যাদি দেখানো হয়েছে।

- ***মাণবকগৌরবম্* :**

শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য রচিত সাত অঙ্কের অপর একটি দৃশ্যকাব্য হল '*মাণবকগৌরবম্*'। এই দৃশ্যকাব্যে গুরুদেব ধৌম্য, আরুণি, হারিত, বৈশম্পায়ণ প্রভৃতি শিষ্য, কিরাত, ভট, যোধমল্ল প্রভৃতি বহু চরিত্র পাওয়া যায়। এখানে গুরু ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। গুরু ধৌমের হারীত নামক অবাধ্য এক শিষ্য ছিল। গুরুর প্রতি ভক্তি না থাকার কারণে তার কুষ্ঠরোগ হলে তাঁকে আশ্রম থেকে বের করে দেওয়া হয়। অন্য দিকে উপমুন্ন নামক গুরুভক্তিপরায়ণ শিষ্য কূপে পড়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেলে গুরুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বর্গ থেকে

---

১. ন.দ পৃ. ২.

আগত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসার ফলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। অবশেষে হারিত ও গুরুর সেবা করে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এভাবে গুরু ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।

- ***স্যামন্তকোদ্ধারব্যায়োগঃ* :**

শ্রীকৃষ্ণের স্যামন্তকমণি উদ্ধার নিয়ে পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট ব্যায়োগ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য হল '*স্যামন্তকোদ্ধারব্যায়োগঃ*'। এই দৃশ্যকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ, বনদেবী, সাত্যকী, জাম্বাবান, সত্রাজিৎ, প্রসেন প্রভৃতি চরিত্র দেখা যায়। যাদবরাজ সত্রাজিৎ সূর্যের নিকট থেকে স্যামন্তকমণি নামে এক দিব্যমণি লাভ করেন। তিনি সেটি উগ্রসেনকে উপহারস্বরূপ দেওয়ার জন্য দ্বারকায় আসেন কিন্তু সেখানে এসে কৃষ্ণ কর্তৃক তাকে অবরুদ্ধ দেখে তার অনুজ প্রসেনকে মণিটি দিয়ে যান। অরণ্যে প্রসেন সিংহ দ্বারা নিহত হলে জাম্বাবান তা লাভ করেন। কিন্তু সবাই শ্রীকৃষ্ণকে সন্দেহ করলে তিনি নিজেকে দোষ মুক্ত করতে সেটির অণ্বেষণে বের হন এবং জাম্বাবানকে পরাজিত করে স্যামন্তকমণি উদ্ধার করেন। তার কন্যা জাম্ববতীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের মধ্য দিয়ে দৃশ্যকাব্যটি সমাপ্ত হয়।

খ. মহাকাব্য :

- ***যোগিভক্তচরিতম্* :**

যুগে যুগে যখনই সমাজের বুকে অবিচার নেমে এসেছে, তখনই সেই সমাজকে কলুষ মুক্ত করতে মহাপুরুষদের আগমন হয়েছে এই ধরার বক্ষে। এমনি এক মহাপুরুষ মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ। তাঁর জীবন ও শিক্ষা নিয়ে কুড়িটি সর্গে রচিত মহাকাব্য জাতীয় রচনা হল *'যোগিভক্তচরিতম্'*। এই মহাকাব্যে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

- ***সত্যানুভবম্* :**

স্কন্দপুরাণের রেবা খণ্ডের লক্ষণপতিবণিকের কাহিনী অবলম্বনে চতুর্বিংশতি সর্গে রচিত শ্রীকালীপদ তর্কাচার্যের অপর মহাকাব্য হল *'সত্যানুভবম্'*। মর্ত্যলোকে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এক বণিকের ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সত্যনারায়ণের পূজা এবং তার দ্বারা

পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ বর্ণিত হয়েছে। এই মহাকাব্যে কলির প্রভাব, রামোপদেশ, নারদোপদেশ, সত্যপূজামহোৎসব, বণিকের ভাগ্যবিপর্যয়, সত্যপ্রসাদলাভ, বণিকের মোক্ষ লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

গ. খণ্ডকাব্য :

- ***মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্* :**

শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য রচিত সাত অঙ্কের অপর একটি খণ্ডকাব্য জাতীয় রচনা হল '*মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*'। এই খণ্ডকাব্যে বিষ্ণুপুরের কোটালাখ্য নগরের বিপ্রদাস নামক সৎ ব্যক্তির বংশধরের দুঃখের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁর উচ্চশিক্ষা, গুরু কণ্যার সঙ্গে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ বর্ণিত হওয়ার পর রাধা নামক রমনীর প্রেমে পড়েন এবং তাকে বিবাহ করেন। কিন্তু রাধা কিছুদিনের মধ্যে রাজক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে তিনি নবদ্বীপে গিয়ে অধ্যাপণা করতে থাকেন এবং শেষ জীবনে রাধার বিরহে রোগগ্রস্থ হয়ে ভাগীরথীর তটে প্রাণ বিসর্জন দেন। মৃত্যুর পূর্বে শিষ্যদের কাছে গুরুদক্ষিণা রূপে রাধার শেষকৃত্যসম্পন্ন শশ্মানে তাঁকে দাহ করার অনুরোধ করে যান। শিষ্যরাও সেইরূপ করেন। পরবর্তীকালে এই স্থানটি দম্পতীপ্রেমতীর্থ নামে পরিচিতি লাভ করে।

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও কালীপদ তর্কাচার্যের অনান্য অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। যেমন- দৃশ্যকাব্যে *মহানাটক(অসমাপ্ত), সিন্ধুনিদান,* খণ্ডকাব্য *আলোকতিমিরবৈর, শৈশবসাধন, আশুতোষাবদান, ঋতুচিত্র।* অনুবাদসাহিত্যে *গীতঞ্জলিপ্রতিপ্রচ্ছায়া, গীতাপ্রতিচ্ছায়া, রবীন্দ্রকৃতিপ্রতিচ্ছায়া।* পুরাণশাস্ত্রের উপর *বিষ্ণুপ্রভা, শ্রী শ্রী চণ্ডীপ্রতিচ্ছায়া, নবগীতাচ্ছায়া,* ভঙ্গঅমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ, অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে বঙ্গানুবাদসহ *শ্রীমদ্ভাগবদগীতা।* দর্শনশাস্ত্রে *অক্ষপাদদর্শন,* বৈশেষিকদর্শনে *প্রশস্তপাদভাষ্য, নবমুক্তিবাদ, জাতিবাধকপ্রকরণ, প্রশস্তপাদভাষ্যসূক্তি, ভাষারত্ন, মুক্তিবাদবিচার, সুপ্রভা-নব্যন্যায়ভাষাপ্রদীপস্য সংস্কৃতপরিশিষ্টসহিতা বঙ্গভাষাময়ী বিবৃতি, ন্যায়পরিভাষা, ঈশ্বরসিদ্ধি, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশো, ন্যায়বৈশেষিকদর্শনবিমর্শ, প্রবচনত্রয়ী, তর্কপ্রকরণ, সারমঞ্জরী, সাংখ্যসার* ইত্যাদি

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. সংস্কৃতসাহিত্যে নলকথানুসন্ধান।

ক. *মহাভারতে* নলকথানুসন্ধান।

খ. *শিবপুরাণে* নলকথানুসন্ধান।

গ. মহাকাব্যে নলকথানুসন্ধান।

ঘ. চম্পূকাব্যে নলকথানুসন্ধান।

ঙ. দৃশ্যকাব্যে নলকথানুসন্ধান।

চ. *বৃহৎকথামঞ্জরী* গ্রন্থে নলকথানুসন্ধান।

২. সংস্কৃত ভিন্ন সাহিত্যে নলকথানুসন্ধান ।

১. সংস্কৃতসাহিত্যে নলকথানুসন্ধান

ড. এন. পি. উন্নি(Dr. N.P. Unni) বলেছেন নল এবং দময়ন্তীর সম্পূর্ণ প্রেমকাহিনীর উৎস সর্বপ্রথম *মহাভারতের* পূর্বে শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় পাওয়া যায়।

"Undoubtly the story was popularly known in Indian from the very ancient times. It has been pointed out the name of Nala, king of Naishadha, goes back to vedic antiquity finding a place in the 'Vajasaneyi Samhita'."[১]

অধ্যাপক আর. জি. দণ্ডেকরও বেদকেই প্রথমিক উৎস রূপে স্বীকার করে বলেছেন-

"It is said about the king of Naisadha that his name drives away all the bad effects of Kali. This king named Nala is well prescribed in Mahabharata first time. Although it has been discovered that the name of king Nala and his contry Naishadha have gone to the vedic age. It has neeen found it in 'Vajsaneyi Samhita' and its affiliated Brahmine 'Satapatha Brahmana'. "[২]

রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডে নলের নাম পাওয়া যায় কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। নল-দময়ন্তীর সম্পূর্ণ কাহিনী প্রথম মহাভারতের বনপর্বের নলোপাখ্যানেই বর্ণিত হয়েছে।

ক. *মহাভারতে* নলোপাখ্যান :

মহাভারতের বনপর্বে কৌরব কর্তৃক কপটদ্যূতক্রীড়ায় হতসর্বস্ব যুধিষ্ঠির বনবাসকালে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বৃহদশ্ব মুনি সাতাশটি অধ্যায়ে নিবদ্ধ নলোপাখ্যান বর্ণনা করেন। শুরুতে নিষধরাজ বীরসেনের পুত্র নলের রূপ-গুণের প্রশংসা বর্ণিত-

---

N. E. S. Lit.- Dr. N.P Unni. পৃ. ১৯-২০।

A C. A. N. - Prof. R. K. Hundequi. পৃ. LIV।(Archive.org)

"নিষধেষু মহীপালো বীরসেন ইতি শ্রুতঃ।

তস্য পুত্রোভবন্নাম্না নলো ধর্ম্মার্থকোবিদ।।"[১]

সেই নল বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর রূপগুণাদির কথা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি কামনাবশত হৃতচিত্ত হয়ে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্তপুরের উদ্যানে ভ্রমণ সময়ে একটি স্বর্ণহংসকে ধরে ফেলেন। তখন সেই হংস তাকে মুক্তির বিনিময়ে প্রতিজ্ঞা করেন, দময়ন্তীর নিকট তাঁর কথা বর্ণনা করবেন। এরপর হংস দময়ন্তীর কাছে নলের কথা বলেন এবং দময়ন্তী ও সেই কথা শ্রবণ করে নলকে বিবাহ করবেন বলে স্থির করেন। যথাসময়ে বিদর্ভরাজ ভীম কর্তৃক দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় যোগদানের নিমিত্ত বহুদেশের রাজা, রাজকুমার, ইন্দ্র-অগ্নি-যম-বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ এবং নল বিদর্ভের রাজধানীতে আগমনকালে পরস্পরের পরিচয় হয়। দেবগণ নলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কৌশলে তাঁকে তাঁদের দূতরূপে দময়ন্তীর কাছে প্রেরণ করেন, যাতে দময়ন্তী স্বয়ংবরসভায় দেবতাদের মধ্যে যেকোন একজনকে বরমাল্য প্রদান করেন। তারপর সরল নল দেবাদেশ পালন করতে দেবগণ কর্তৃক প্রাপ্ত তিরস্কারিণী বিদ্যার সাহায্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় প্রদান পূর্বক দেবগণের বার্তা নিবেদন করেন। বহু অনুরোধের পরেও দময়ন্তী নলকেই বরমাল্য প্রদান করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রইলেন। পরদিন চারদেবতা নলের রূপ ধারন করে স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হলে, বরমাল্য প্রদানকালে দময়ন্তী পাঁচজন নলকে দেখে ক্রন্দন পূর্বক দেবতাদের স্মরণ করেন। দেবগণও সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ রূপ ধারন করেন। দময়ন্তী নলকে বরমাল্য প্রদান করেন। নলকে ইন্দ্রদেব উত্তমগতি, অগ্নিদেব অগ্নিলোকে বসবাস, যমদেব ধর্মভীরুতা ও ভোজনদ্রব্যে অপূর্ব আস্বাদ, বরূণদেব স্বেচ্ছায় জলাবিষ্কার এবং দিব্যমাল্য, নবদম্পতীকে আশীর্বাদ প্রদান পূর্বক প্রস্থান করেন।

---

১. ম. ভা. ৪৪/৪৫।

স্বয়ংবরসভা থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় মার্গে দেবতাদের সঙ্গে কলি ও দ্বাপরের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা ও স্বয়ংবরসভার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন কিন্তু সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর কলি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নলকে দণ্ড প্রদান করবেন বলে সুযোগ অণ্বেষণ করতে থাকেন। এরপর দ্বাদশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং তাঁদের ইন্দ্রসেন এবং ইন্দ্রসেনা নামে পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। একদিন সন্ধ্যায় অপবিত্র অবস্থায় সন্ধ্যা উপাসনা করায় কলি তাঁর দেহে প্রবেশ করেন এবং তাকে বিপথে চালিত করার জন্য বন্ধু দ্বাপরকে পাঠিয়ে পুষ্কর দ্বারা কপটদ্যূতক্রীড়ায় নলকে হতসর্বস্ব করে দেন। পুত্র-কন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দময়ন্তী নলের বহু নিষেধ অপেক্ষা করেও তার সাথে বনে গমন করেন। একদিন রাত্রে দময়ন্তীর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এবং কলির প্রভাবে দময়ন্তীকে গভীর অরণ্যে সমূহ বিপদের মধ্যে ত্যাগ করে কর্কোটক নামক সর্পকে রক্ষা করতে চলে যান।

সেখান থেকে দময়ন্তী চেদিরাজ্যে সৈরন্ধ্রী নামে বাস করতে থাকেন এবং সুদেব নামক ব্রাহ্মণের সহায়তায় বিদর্ভে গমন করেন। এদিকে নল কর্কোটক সর্পের বিষের প্রভাবে নীলবর্ণ ধারণ করে অযোধ্যার কোশলদেশের রাজধানীতে রাজা ঋতুপর্ণের অশ্বশালার কার্যে নিযুক্ত হন। এর বহুকাল পর পর্ণাদ্ নামক ব্রাহ্মণ অযোধ্যা স্থিত নলের সংবাদ নিয়ে দময়ন্তী কৌশল করে তাঁর দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভা অনুষ্ঠিত হবে এইরূপ সংবাদ সুদেবকে দিয়ে ঋতুপর্ণের কাছে প্রেরণ করেন। এইরূপ সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যাথিত হন এবং ঋতুপর্ণের রথচালকরূপে একদিনেই বিদর্ভে পৌঁছে যান। মার্গে কলি তার দেহ থেকে নির্গত হয়। এরপর দময়ন্তী নলকে পরীক্ষা নিমিত্ত কেশিনী নামক দূতীকে প্রেরণ করেন। নলের গাথা শ্রবণ করে, পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ দেখে তার হাতের রান্নার অপূর্ব আস্বাদ গ্রহণ করে দময়ন্তী বাহুকই নল সে বিষয়ে নিশ্চিত হন। এরপর তাদের মিলন হয় এবং সবকিছু কলির প্রভাবে ঘটেছে নল তা জানালেন। আকাশবাণী শ্রবণ করে নল পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হন। স্বদেশে প্রর্তাবর্তন করে পুষ্করকে

দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করে তার রাজ্য জয় করেও ফিরিয়ে দেন। সবশেষে বৃহদশ্বমুনি যুধিষ্ঠির ও একদিন তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পাবেন আশ্বাস দিয়ে এখানেই উপাখ্যানটির সমাপ্ত করেন।

খ. *শিবপুরাণে* নলদময়ন্তীর জন্মকথা :

একসময় অর্বুদাচল পর্বতে একনিষ্ঠ শিবভক্ত আহুক এবং তার স্ত্রী আহুকী এক কুঠীরে বসবাস করত। একদা তিনি মৃগয়া নিমিত্ত বনে নির্গত হওয়ার পর, সন্ধ্যার সময়ে এক সন্ন্যাসী আহুকীর দ্বারে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে তিনি যথাযথ অতিথিসৎকারপূর্বক ভিক্ষাদান করেন। অতিথি চলে যেতে চাইলে আহুক তাকে হিংস্রপশুদের থেকে পরিত্রাণের জন্য রাত্রে কুঠীরে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু কুঠীরে দুজন থাকার মতো স্থান থাকায় রাত্রে আহুক কুঠীরের বাইরে শয়ন করেন। রাত্রে হিংস্রপশুরা আহুকের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। পরদিন সকালে তার দেহ দেখে আহুকী ভীষণ ক্রন্দন করতে করতে সহমরণে যেতে চাইলে সন্ন্যাসী শিবরূপ ধারণ করেন এবং তাদের আশীর্বাদ করেন যে পরজন্মে আহুক রাজা নল এবং আহুকী তার স্ত্রী দময়ন্তী রূপে জন্মগ্রহন করবেন এবং সে হংস হয়ে তাদের মিলন ঘটাবেন। এরপর আহুকী পতিকে অনুসরণ করলেন।

গ. মহাকাব্যে নলকথা :

● *নৈষধচরিত*-মহাকাব্যে নলকথা :

মহাভারতের নলোপাখ্যানকে আশ্রয় করে বাইশটি সর্গে শ্রীহর্ষ রচিত অন্যতম একটি মহাকাব্য হল *'নৈষধচরিতম্'*। এই মহাকাব্যটির প্রথম সর্গে নল-দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা ও তাদের পূর্বরাগের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বিরহপীড়িত নল কর্তৃক স্বর্ণ হংস বন্ধন এবং মুক্তির জন্য হংসের প্রার্থনা -

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা

নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।

গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দ্দয়ন্

অহো বিধে ত্বাং করুণা রুণদ্ধিণো।।"[১]

নল তা শ্রবণ করে তাকে মুক্তি প্রদান করেন। প্রতিদানে হংস দময়ন্তীর সমীপে নলের বার্তা প্রেরণের প্রতিজ্ঞা করেন এবং যথাসময়ে দময়ন্তীকে তা নিবেদন করেন। চতুর্থ সর্গে ভীম কর্তৃক স্বয়ংবরসভার আয়োজন, সেখানে আগমন সময়ে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে নলের পরিচয় হয়, তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে দেবগণ নলকে তাদে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করেন। অনেক বোঝানোর পরেও দময়ন্তী নলের বার্তা প্রত্যাখ্যান করে নলকেই বরমাল্য প্রদান করবেন বলে দৃঢ় সংকল্প করেন। পরদিন স্বয়ংবরসভায় চারজন দেবতা নলের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলে সরস্বতী দ্ব্যর্থক ভাষায় পাঁচজন নলের বর্ণনা করেন, দময়ন্তী পাঁচজন নলকে দেখে দেবতাদের অর্চনা করেন। দেবতারা তার অর্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা সুলভ চিহ্ন প্রকাশ করলে দময়ন্তী নলকে বরমাল্য প্রদান করেন। এরপর তাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হলে দেবগণ আশীর্বাদ প্রদান করে স্বর্গে গমন করেন। সপ্তদশ সর্গে দময়ন্তীর পরিণয় বিষয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সাথে কলি ও দ্বাপরের তর্কাতর্কি হয় এবং দেবতাদের নিষেধ সত্ত্বেও নলের ক্ষতি করার নিমিত্ত তারা প্রমোদ-উদ্যানে বাঁসা বাঁধেন। এরপরবর্তী নবদম্পতীর সাংসারিক জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং অবশেষে চন্দ্রের বর্ণনা দিয়ে মহাকাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে।

- ***নলবিলাস*-মহাকাব্যে নলকথা :**

সীতারাম ভট্টপর্বণীকর তাঁর অনবদ্য প্রতিভার দ্বারা *মহাভারতে*র সম্পূর্ণ নলোপাখ্যানকে বত্রিশটি সর্গে বিন্যস্ত করে অপর *'নলবিলাসম্'* মহাকাব্য রচনা করেছেন।

---

১. নৈ. চ. - ১/১৩৫।

এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গে নলের বর্ণনা করা হয়েছে-

"শ্রিয়ঃ পদং ধর্মচনো যশস্বী প্রতাপবান্ শাস্ত্রবিচারদক্ষঃ।

কৃতে যুগেভূন্নলনামধেয়ো মহীমমহেন্দ্রো নিষধেষু বীরঃ।।"[১]

এর পরবর্তী সর্গ গুলিতে নল কর্তৃক ধৃত হংস দ্বারা নল-দময়ন্তীর প্রণয় সম্পাদন> পূর্বরাগ> দেবতাগণ দ্বারা নলের দৌত্যকর্ম> দময়ন্তী কর্তৃক নলের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ> স্বয়ংবরসভা> পঞ্চনলদর্শন> দময়ন্তীর প্রার্থনা> তাদের মিলন> দ্বাপর ও কলির আগমন> নবদম্পতীর কামক্রীড়া> পুষ্করের চক্রান্ত> দ্যূতক্রীড়ায় উভয়ের বনগমন> নল কর্তৃক দময়ন্তী ত্যাগ> চেদিরাজ্য থেকে দময়ন্তীর পিতৃগৃহে আগমন> দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভায় ঋতুপর্ণের সহিত নলাগমন ও তাদের পুনর্মিলন এবং পুষ্করকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করে নিজরাজ্য লাভ বর্ণিত হয়েছে। এটি নলোপাখ্যানে বর্ণিত সম্পূর্ণ কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত।

ঘ. *নলচম্পূ* কাব্যে নলকথা :

*মহাভারতে*র নলোপখ্যানকে উপজীব্য করে কবি ত্রিবিক্রম ভট্ট রচিত গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত চম্পূ জাতীয় কাব্য '*নলচম্পূ*'। এই কাব্য সাতটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। এই কাব্যের শুরুতে দেখা যায় নল মৃগয়ায় বেরিয়ে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় মার্গে পথিকের মুখ থেকে এক অজ্ঞাত নাম রমনীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করেন-

"কিং লক্ষ্মীঃ স্বয়মাগতা মুররিপোর্দেবস্য বক্ষঃতলাৎ।

কপাৎপত্যুরূতাবতারমকরোদ্ দেবী ভবানী ভুবি।।"[২]

সেই বর্ণনা শুনে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। তারপর একদিন আকাশ থেকে

---

১. ন. বি. - ১/১।.
২. ন. চম্. - ১/৫৬।

অবতরণরত শ্বেতহংসের দল দেখে কৌতুকবশত একটিকে বন্দী করেন। সেই হংসই নলকে দময়ন্তীর সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন এবং সেখান থেকে বিদর্ভে গমন করে দময়ন্তীকে নলের সদৃশ পতি পাওয়ার আশীর্বাদ করেন। এরপর হংস দময়ন্তীর কৌতূহল নিবারণের জন্য নলের বিষয়ে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। দময়ন্তী ও নলের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। এরপর *মহাভারতে*র নলোপাখ্যানের ন্যায় ভীম কর্তৃক স্বয়ংবরসভায় দেবতাদের আগমন, নলের দ্বারা দৌত্যকর্ম, কিন্তু নল কর্তৃক বহু অনুরোধ করার পরেও দময়ন্তী তার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলে, সেখান থেকে ফিরে রাত্রে ভগবান শিবকে স্মরণ করে নিদ্রাচ্ছন্ন হন, এখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। অনেক পণ্ডিত গ্রন্থটিকে অসমাপ্ত মনে করেন।

ঙ. দৃশ্যকাব্যে নলকথা :

- ***নলচরিত*-দৃশ্যকাব্যে নলকথা :**

*মহাভারতে*র নল-দময়ন্তীর অমর প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের লেখা নাটক হল '*নলচরিতম্*'। এটি সাতটি অঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু শেষের অঙ্কটি অসমাপ্ত পাওয়া যায়। এই নাটকে একটু হলেও নতুনত্ব দেখানো হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে স্বয়ং ব্রহ্মা দময়ন্তীর সৃষ্টি কর্তা এবং তিনি তার জন্য নলকে উপযুক্ত মনে করে সরস্বতীকে তাদের মিলনের জন্য প্রেরণ করেন। সরস্বতী তাঁদের স্বপ্নের মাধ্যমে দর্শন করিয়ে, গৌরীমন্দিরে মিলন ঘটান। ব্রহ্মের হংসকে ও দৌত্যকর্মে সাহায্য করতে দেখা যায়। এই নাটকে পুস্করকে নলের বিপক্ষে দেখা গেলেও ইন্দ্রকে তার বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখানো হয়েছে। একটি শ্লোকে দেখা যায়-

"ময্যর্থিনি জগদ্বীরমৌলিবিশ্রান্তশাসনে।
মানসং স মহীমাত্রনাথং কথমিবেহতাম্।।"[১]

---

১. ন. চ. - ১৫/৩৭০।

চ. *বৃহৎকথামঞ্জরী*-গ্রন্থে নলকথা :

ক্ষেমেন্দ্র রচিত '*বৃহৎকথামঞ্জরী*' গ্রন্থের পঞ্চদশ লম্বকে নলদময়ন্তী কাহিনী পাই। *মহাভারতে*র নলোপখ্যানকে অবলম্বন করে এই গ্রন্থে মৃগয়ায় গিয়ে নল কর্তৃক ধৃত হংস দ্বারা নল-দময়ন্তীর প্রণয় সম্পাদন থেকে শুরু করে, স্বয়ংবরসভা> পঞ্চনলদর্শন> দময়ন্তীর প্রার্থণা> তাদের মিলন> দ্বাপর, কলি, পুষ্করের চক্রান্ত> দ্যূতক্রীড়ায় উভয়ের বনগমন> নল কর্তৃক দময়ন্তী ত্যাগ> দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভা ঋতুপর্ণের সহিত নলাগমন ও তাদের পুনর্মিলন এবং পুষ্করকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করে নিজরাজ্য লাভ বর্ণিত হয়েছে-

"নলোঽপি স্বপুরং গত্বা সানুগো বল্লভাসখঃ।

দ্যূতেন পুষ্করং জিত্বা নিজং রাজ্যমবাপ্তবান্।।"[১]

এছাড়াও বহু সংস্কৃত রচনায় নলকথা পাওয়া যায়। যেমন- ভোজরাজ রচিত *দময়ন্তী চম্পূ*কাব্যে, মাণিক্যচন্দ্রসূরি বিরচিত *নলায়ণ*মহাকাব্যে, বামনভট্টবাণের *নলাভ্যুদয়*মহাকাব্যে, শুনপাণিদাসের *নলচন্দ্রোদয়*, চক্রকবির *দময়ন্তী পরিণয়নামক* প্রকৃতকাব্যে, বাসুদেবের *যমককাব্যে*, রাজা রঘুনাথের সভাকবি কৃষ্ণের লেখা *নৈষধপারিতজাত* নামক দ্বাশ্রয়(কৃষ্ণ, নল) কাব্যে, ঘনশ্যামকবির *অবোধকর* নামক ত্র্যশ্রয়(নল, কৃষ্ণ, হরি) মহাকাব্যে, হরদত্তসূরীর *রাঘবনৈষধীয়* মহাকাব্যে, বিদ্যাধরলক্ষ্মণের *প্রতিনৈষধ* কাব্যে, শ্রীনিবাসদিক্ষীতের *নৈষধানন্দ* কাব্যে, শ্রীলক্ষীধরকবির *নলবর্ণন*কাব্যে, শ্রীকৃষ্ণরাম কবির *সারশতক* কাব্যে, নরসিংহাচার্যের *আর্যনৈষধ*, কৃষ্ণমাচার্যের *কলিবিড়ম্বন* কাব্যে এবং বহু নাটকে পাওয়া যায়, যথা- রামচন্দ্রসূরীর *নলবিলাস* নাটকে, জীববিরুধ কবির *নলানন্দঃ* নাটকে, শ্রীরংগনাথের *দময়ন্তীকল্যাণ*, বৈংকটাচার্যের *ভৈমীপরিণয়*, বৈকংটরংগনাথের *মংজুলনৈষধ*, কবি নারায়ণশাস্ত্রীর *কলিবিধুনন* ও

---

১. বৃ. ক. ম. - ২/৩১।

কলিবিজয়, শ্রীরামাবতারশর্মার *ধীরনৈষধ,* মিজাজীলালশর্মার *দময়ন্তীচরিত* প্রভৃতি গ্রন্থে এই অমর প্রেমকাহিনী বর্ণিত আছে।

সুতরাং উক্ত আলোচনা থাকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান বা আধুনিক সংস্কৃতকাব্য রচনার ক্ষেত্রে নল-দময়ন্তীর কাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং কবিদের প্রতিভা বিকাশে মহত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কাহিনী কেবলমাত্র সংস্কৃত-সাহিত্যের কবিদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করেছে তা নয়, সংস্কৃত ভিন্ন সাহিত্যেও এর প্রভাব অপরিসীম। মহাভারতের এই প্রেমসুধা আহরণ করে তারা নিজ নিজ সাহিত্যকে আলোকিত করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ-

২. সংস্কৃত ভিন্ন সাহিত্যে নলকথানুসন্ধান :

সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়াও বিশ্বসাহিত্যে নলদময়ন্তীর এই অমর প্রেমকাহিনী বিশেষ সমাদর অর্জন করেছে। তেলেগু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মই তার প্রমাণ দেয়।

- ***নলদময়ন্তী* :**

নলদময়ন্তীর এই অমর প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে হিন্দি সাহিত্যে কাশীনাথ জৈন '*নলদময়ন্তী*' গদ্যকাব্য রচনা করেন। এটি আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই গদ্যকাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদে নলদময়ন্তীর স্বয়ংবরসভার বর্ণনা রয়েছে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নলের পাশাখেলার বর্ণনা রয়েছে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বনবাসে দময়ন্তী ত্যাগের বর্ণনা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'গুপ্তবাস' নামে ঋতুপর্ণের গৃহে নলের বসবাস, 'সতীপ্রতাপ' নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদে দময়ন্তীর পতিব্রতার কথা বর্ণিত, 'আশ্রয়লাভ' নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বন থেকে দময়ন্তী উদ্ধার এবং তার আশ্রয়লাভের কাহিনী বর্ণিত, সপ্তম পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভার বর্ণনা রয়েছে, 'পুনর্মিলন'

নামক অষ্টম পরিচ্ছেদে তাদের পুনর্মিলন বর্ণিত হয়েছে এবং অবশেষে উপসংহার দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

- ***নলদময়ন্তী-চরিত্র* :**

নলদময়ন্তীর কাহিনীকে অবলম্বন করে অসমীয়া ভাষায় শ্রীপূর্ণকান্ত দেবশর্ম্মা কর্তৃক পদ্যাকারে রচিত গ্রন্থ হল '*নলদময়ন্তী-চরিত্র*'। এই কাব্যের শুরুতেই নারায়ণের বন্দনা ও বীরসেনকে শিবের আরাধনা করতে দেখা যায়। এরপর শিব তাঁর উদ্যানে কুবের পুত্র জয়ৎসেন ও তার পত্নী চন্দ্রমালাকে আলিঙ্গন করতে দেখেন এবং তাদের অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেন। জয়ৎসেন বীরসেন পুত্র নল ও চন্দ্রকলা ভীম কন্যা দময়ন্তী নামে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর হংসের দ্বারা তাদের বার্তা প্রেরণ >পূর্বরাগ> স্বয়ংবরসভা> দেবগণ কর্তৃক নলের দূতকার্য> স্বয়ংবরসভায় দেবতাদের অনুগ্রহে তাদের মিলন> কলির নলের দেহে প্রবেশ ও চক্রান্ত> দ্যূতক্রীড়ায় উভয়ের বনগমন> নল কর্তৃক দময়ন্তী ত্যাগ> নলের কর্কোটক সর্প দংশন> দময়ন্তী কর্তৃক দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভা ঋতুপর্ণের সহিত নলাগমন, কলির নলের দেহত্যাগ, তাদের পুনর্মিলন এবং স্বর্গাগমনাদি বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও সংস্কৃত ভিন্ন বহু ভাষায় এই কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- ইংরাজী ভাষায় মনিয়ের উইলিয়াম রচিত মহাকাব্য হল- *নলোপাখ্যান স্টোরি ওফ্ নল*। তেলেগু ভাষায় রাঘবাচার্য রচিত কবিতা হল- *নলচরিত*। মারাঠী ভাষায় রঘুনাথ পণ্ডিত রচিত কবিতা হল- *দময়ন্তীস্বয়ংবর*। পাঞ্জাবী ভাষায় ওমকারনাথ ভরদ্রাজ রচিত কবিতা হল- *নলদময়ন্তী*। মালায়াম ভাষায় ভি. কেশভান্ উন্নিত্তন রচিত কবিতা হল- *দময়ন্তীশাপশতক*। আরবী ভাষায় আম্মদ. মুশের হোসেন কিউদায়ি রচিত কাব্য হল- *নল-ই-মুসাফির্*। কেরলীয় কবি বন্দারুভট্ট মাঘবন্ অতিত্তির লেখা *উত্তরনৈষধীয়চরিত*।

তৃতীয় অধ্যায়

১. নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয়।

২. নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের অঙ্কগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

৩. পূর্বপ্রাপ্ত নলবৃত্তান্তের সঙ্গে নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ।

১. নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় :

- **পুরুষপাত্র :**

স্থাপক - সূত্রধার তথা নাটকের প্রয়োগকর্তা।

পরিপার্শিক- দর্শক।

বনপাল - বনকর্মী।

মন্দারক - বিদূষক।

রাজা/নল - দৃশ্যকাব্যের নায়ক তথা নিষধরাজ বীরসেনের পুত্র।

কলি - কলি দেবতা তথা দৃশ্যকাব্যের প্রতিনায়ক চরিত্র।

কাম - কন্দর্প বা কামদেব।

পুষ্কর - নলের ভাই।

বিবেক - গায়ক চরিত্র।

মোহ - গায়ক চরিত্র।

১ম, ২য়, ৩য় - কিরাত চরিত্র।

কিরাতরাজ - কিরাতদের রাজা।

ইন্দ্রসেন - নিষধরাজ নলের পুত্র।

ভীম - বিদর্ভরাজ।

ধর্ম্ম - ধর্ম্মরাজ।

পুরুষ /কাঞ্চুকী - রাজকর্মী।

- **স্ত্রী চরিত্র :**

দময়ন্তী - দৃশ্যকাব্যের নায়িকা তথা বিদর্ভরাজ ভীমের কণ্যা।

বনপালিকা - বনপালকের স্ত্রী।

কল্প - কল্পলতা তথা দময়ন্তীর সখী।

২. নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের অঙ্কগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ-

● প্রথম অঙ্ক:-

শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য বিরোচিত *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের শুরুতেই আমরা যমুনার কলধ্বনি গগণে সঞ্চারিণি বাঁশির সুরে রাধাকুঞ্জলতার শোভাহরণকারী কৃষ্ণবর্ণযুক্ত তনুবিশিষ্ট, নন্দরাজের আনন্দপ্রদানকারী, গোপিগণের হৃদয়হরণকারী, শৃঙ্গাররসদেব হরি-গোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করা হয়। এর পর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্থাপক এবং পারিপার্শিকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যকাব্যটির প্রেক্ষাপট, কবি পরিচয়াদি প্রদানের মধ্য দিয়ে শুভারম্ভ করেন। তারপর বিদূষক, বনপাল এবং বনপালিকার মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায় কোন একজন অজ্ঞাত চিত্রশিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত বিদর্ভকন্যা দময়ন্তীর চিত্র দেখে নল তাঁর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছায় অধীর হয়ে রাজ্যভার মন্ত্রীদের উপর অর্পণ করে অন্তঃপুর উদ্যানে ভ্রমণ রকতে থাকেন।

এরপর বিষ্কম্ভকের মধ্য দেখা যায়, প্রথমে বিদূষক মন্দারক রাজা নলকে নারীকণ্ঠে বার্তালাপের মাধ্যমে ছলনা করার চেষ্টা করার করেন, কিন্তু রাজা ধরে ফেলেন এবং দুই বন্ধু একসঙ্গে উদ্যানে প্রস্ফুটিত মালতী, মল্লিকা, সাল, কুরুবক বৃক্ষের গন্ধ শোভিত মলয়-পবন উপভোগ এবং বসন্তকুসুমের ন্যায় সজ্জিত তরুগুলির শোভা দর্শন করতে থাকেন। এমন অবস্থায় বিদূষক প্রতি ক্ষণে দময়ন্তীর কথা স্মরণ করে ব্যাথিত রাজাকে উপহাস পূর্বক দময়ন্তীর সৌন্দর্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দময়ন্তীর চিত্রকে শিল্পীর নৈপুন্যতা মনে করে বাস্তবে এমন রূপ অসম্ভব বলেছেন। এই নিয়ে দুজনের ভীষণ তর্ক হওয়ার পর তারা সরোবরের সোপানে উপবেশন করে, সেই স্থানের শোভা দর্শন করতে থাকেন। সেখানে তারা ভূমির উপর কাঞ্চনময় কোন বস্তু দর্শন করে কৌতূহলবশত তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নিজের মাথাকে সংকুচিত ডানার মাঝে প্রবেশ করিয়ে, এক পা উদরে ধারণ করে নিদ্রারত অবস্থায় একটি হংসযুবা কে আবিষ্কার করেন। তারপর বিনোদনের

উদ্দেশ্যে নল সেই সুবর্ণ হংসকে ধরতে গেলে দক্ষিণ-বাহুর স্পন্দন অনুভব করেন, চতুরতার সাথে পৃষ্ঠে কুব্জ করে শরীরকে তিন ভাগে ভাগ করে বামনরূপ ধরে নিঃশব্দে বন্দী করেন।

- **দ্বিতীয় অঙ্কঃ-**

দ্বিতীয় অঙ্কের অঙ্কের শুরুতে বিমানযানে কলি মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং তার মুখ থেকে জানা যায় যে তিনি বৈদর্ভী দময়ন্তীকে পাওয়ার উদ্দেশ্য স্বয়ংবর সভায় যোগদানের জন্য মর্ত্যে আগমন করেছেন। শুধু তিনি নন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতারা ও এসেছেন। কিন্তু কলি নৈষধপতি নল ও দময়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে জেনে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি তৎকালিন সমাজের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের যে দৃঢ়বন্ধন সে বিষয়ে সহৃদয়-সামাজিকদের অবগত করিয়ে কামদেবকে সর্গ থেকে আহ্বান করেন এবং তাঁকে নল এবং দময়ন্তীর বিষয়ে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করতে বলেন। কামদেব প্রথমে ইতস্তত বোধ করলেও কলির অভয় প্রদানের পর সমস্ত বৃত্তান্ত বলতে শুরু করেন। তাঁর মুখ থেকে জানা যায়- নল কর্তৃক ধৃত সুবর্ণহংসকে তাঁবুতে এনে আহারাদি প্রদান করে সুস্থ করার পর সেই হংস দময়ন্তীর রূপ-গুণের বর্ণনা করেন। কলি এই হংসের স্বরূপ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে কামদেব জানান যে, সুবর্ণ হংস পিতামহ ব্রহ্মার বাহন, পিতামহ স্বয়ং নল এবং দময়ন্তীর মিলনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। তা শুনে কলি পিতামহকে বৃদ্ধ বলে তিরস্কার করেন। কিন্তু কামদেব জানান এতে পিতামহের দোষ নেই, সবই নলের ধর্মাচারণের ফল। এরপর তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভার উদ্দেশ্য ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ গমন করছিলেন তখন মার্গে তাঁদের সঙ্গে নলের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণ কৌশল করে নলকে দূত করে দেবগণের মধ্যে একজনকে বরমাল্য প্রদান করার প্রস্তাব নিয়ে দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ করেন এবং নল তা সানন্দে গ্রহণ করে দেবগণ কর্তৃক প্রাপ্ত আশীর্বাদে অন্তর্ধান বিদ্যার সাহায্যে অন্তপুরে প্রবেশ করেন। এরপর বিষ্কম্ভকে দময়ন্তী ও কল্পলতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে, সেই সুবর্ণ হংস দময়ন্তীর নিকট আগমন করে পিতামহের বাহনরূপে নিজের পরিচয় প্রদান করে নলের বিষয়ে

সমস্ত কথা বলেন এবং নল কামদেবের দ্বারা পীড়িত হয়ে মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে অন্তঃপুরের উদ্যানে তাঁর বিরহে অস্থির ভাবে অবস্থান করছেন। একথা শ্রবণ করে দময়ন্তীও বিরহক্লিষ্টা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। দময়ন্তীর পিতা ও মাতা তা জেনে তার স্বয়ংবরসভার ব্যবস্থা করেন। এরপর তারা স্বয়ংবরসভার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করতে থাকলে নল গোপনে অন্তর্ধান বিদ্যার সাহায্যে অন্তপুরের সেই স্থানে প্রবেশ করে প্রথমে শুধুমাত্র দময়ন্তী দেখতে পাবে এমন এবং পরে দময়ন্তী ও কল্পলতা দেখতে পাবে এমনভাবে অবস্থান করেন। তারা ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন কিন্তু নল তাদের অভয় প্রদান পূর্বক দেবদূতরূপে নিজের পরিচয় দিয়ে দেবতাদের প্রস্তাব নিবেদন করেন। কিন্তু দময়ন্তী তার প্রস্তাবে রাজি না হলে নল তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, দেবতাদের সামনে যদি দময়ন্তী সামান্য মনুষ্যকে বিবাহ করেন তাহলে তাঁকে দেবতাদের কোপে পড়তে হবে। কিন্তু দময়ন্তী দেবগণের মধ্যে একজনকে বরণ করার থেকে নলকে বিবাহের দ্বারা পতিব্রতাধর্ম পালনকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন। এতে যদি তাঁর মৃত্যুও হয় তিনি তা বরণ করতে রাজি কিন্তু তিনি কোনভাবে পতিব্রতাধর্মকে কলুষিত করতে রাজি নন। নল তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, স্বেচ্ছায় যদি মৃত্যু বরণ করেন তাহলেও তিনি দেবতাদের অধিকারে চলে যাবেন। কারণ তিনি যদি গলায় ফাঁস দিয়ে যদি মৃত্যু বরণ করেন তাহলে ইন্দ্রের জয় হবে, যদি অগ্নিতে ঝাঁপ দেন তাহলে অগ্নি তাকে আলিঙ্গন করবেন, যদি নদীতে ঝাঁপ দেন তাহলে জলদেবতা বরুণের অধিকারে চলে যাবেন, আর যদি বিষ পান করেন তাহলে যমের কাছে গমন করবেন। নল আরো বলেন দময়ন্তী যদি নিষধেশ্বরকে বিবাহ করেন তাহলে কিছুকালের জন্য সুখভোগ করবেন কিন্তু যদি পুরন্দরকে বিবাহ করেন, তাহলে সারাজীবন সুখভোগ করবেন। সংসারে সুখভোগের জন্যই জীবেরা জীবনযাপন করে থাকেন, সুতরাং লঘু-গুরু বিচারের মধ্যদিয়ে সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে দময়ন্তী বলেন সর্বদা নিষধেশ্বরই তাঁর জীবিত ঈশ্বর। এই সিদ্ধান্ত শুনে শীঘ্রই তোমার মনবাসনা পূর্ণ হোক এই বলে চলে গেলেন। এরপর দময়ন্তী দেবদূতকে নল বলে সন্দেহ প্রকাশ করে অম্বিকাগৃহে চলে যান।

- **তৃতীয় অঙ্কঃ-**

তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে বিদূষক মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং তার স্বগত উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি বিদর্ভ থেকে ফিরছেন, বিদর্ভরাজ ভীম স্বয়ং তাকে আতিথ্য প্রদান করেছেন। আরো জানা যায় যে, দময়ন্তী নলের প্রস্তাবে রাজি না হলে নল সেখান থেকে প্রর্তাবর্তন করে দেবতাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন এবং তাদের অনুমতি নিয়ে স্বয়ংবরসভায় যোগদান করেন। দেবতারাও নলের রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলে দময়ন্তী পঞ্চ নলকে দেখে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রীতি মন্ত্র জপ করায় দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ রূপ ধারন করলে দময়ন্তী নলকে বরমাল্য প্রদান করেন। একথা বলতে বলতে বিদূষক লক্ষ্য করেন তার প্রিয় বন্ধু নল এবং দময়ন্তী রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাচ্ছেন এবং প্রজারা তাকে অনুগমন করছেন। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশ্বাবসুর মুখে আকাশভাষিত উক্তির মাধ্যমে জানতে পারেন পুষ্কর কর্তৃক পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে তিনি রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর কলি এবং পুষ্কর মঞ্চে প্রবেশ করেন। তাদের বার্তালাপ থেকে বোঝা যায় যে, কলির প্ররোচনায় পুষ্কর নলকে কপট উপায়ে পরাজিত করেছেন। তিনি কলির নির্দেশানুসারে সমস্ত কাজকর্ম করছেন এবং কাউকে না পেয়ে এক খঞ্জকে দিয়ে নীতিশাস্ত্র বিনাশকারী আদেশ রাজ্যে প্রেরণ করছেন। এরপর বিবেকের গান শ্রবণ করে তার সুমতি হয় এবং নলকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিলে কলি তাকে বাধা দেন।

পরের দৃশ্যে বিষ্কম্ভকের মধ্যে বনবাসী বেশে নল-দময়ন্তীকে দেখা যায়। নল কর্তৃক দময়ন্তীকে বার বার অনুরোধ করার সত্ত্বেও বদ্ধপরিকর তাঁর সঙ্গে গমন করেন। পরে নলের মুখ থেকে জানা যায় যে তিনি স্বয়ং কলির দ্বারা আক্রান্ত। দময়ন্তী নলকে নানা সান্ত্বনা প্রদান করতে থাকেন। সেখানে কিরাত বেশে কলি প্রবেশ করেন। নল ফল আহরণের জন্য ক্ষুদ্র কোন বৃক্ষের সন্ধান জানতে চাইলে এবং তিনি ছলনা করে মায়াময় সুবর্ণভূমিতে যেতে বলেন।

- **চতুর্থ অঙ্কঃ-**

চতুর্থ অঙ্কে পুনরায় সহর্ষ কলিকে দেখা যায়। তাঁর মুখ থেকে জানা যায় তার দ্বারা কল্পিত মায়ার সুবর্ণ পক্ষী ধরতে গিয়ে নল তাঁর বস্ত্র হারিয়েছেন। এরপর বিষ্কম্ভকের মধ্যে একটি বস্ত্র পরিহিত নল-দময়ন্তীকে দেখা যায়। নল তাকে বহুভাবে বোঝালেও দময়ন্তী তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি না হয়ে একের পর এক কলি কর্তৃক ছলনার স্বীকার হতে হতে ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে নলের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। পরক্ষণেই কলির চর মোহ দময়ন্তীকে ত্যাগ করার উপদেশমূলক গান করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করেন। নল দময়ন্তীর ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ করতে অক্ষম হওয়ায় এবং তার গান শ্রবণ করে তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দুজনে একটি বস্ত্র পরিহিত থাকায় সম্ভব হচ্ছিল না। তখন কলির মায়ার প্রভাবে একটি দৈবাস্ত্র দেখতে পান, সেটির দ্বারা বস্ত্র ছেদন করতে থাকেন। এমন সময় ধর্মপত্নী দময়ন্তীকে জনশূণ্য অরণ্যে ত্যাগ না করার উপদেশ প্রদানের গান করতে করতে বিবেক প্রবেশ করেন। তা শুনে নল ইতস্তত বোধ করতে থাকলে পুনরায় মোহের গান শুনে দময়ন্তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, দময়ন্তীর কথা স্মরণ করে অনুশোচনা করতে থাকেন। এমন সময় নেপথ্য থেকে শোনা যায় কর্কোটক নামক এক সর্প অভিশপ্ত হয়ে বনে বসবাস করছিলেন, কিন্তু এখন সে দাবানলে দগ্ধ হয়ে আর্তনাদ করছে এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছেন না। সহৃদয় নল তার প্রার্থনা শ্রবণ করে কর্কোটককে বাঁচানোর জন্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি পালন করতে দময়ন্তীকে ত্যাগ করে চলে যান।

এদিকে দময়ন্তী ঘুম থেকে উঠে নলকে না দেখতে পেয়ে মূর্চ্ছা যান। তারপর আনন্দিত কলিকে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায় এবং কর্কোটককে বাঁচানোর জন্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে নলের পরিণতি অবলোকন করতে চলে যান। অপর দিকে দময়ন্তী জ্ঞান লাভ করে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে ভীষণ ক্রন্দন করতে করতে উন্মত্তের ন্যায় নলের অনুসন্ধান করতে থাকেন।

- **পঞ্চম অঙ্কঃ-**

পঞ্চমাঙ্কের শুরুতে প্রবেশকের মধ্যে দুই কিরাতের কথোপকথন লক্ষ্য করা যায়, সেই সময় উন্মত্ত অবস্থায় নলকে অণ্বেষণরত উন্মত্তপ্রায়াবস্থায় দময়ন্তী হিমলয়-পর্বতকে নলের সন্ধান জিজ্ঞাসা করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করেন কিন্তু জনান্তিক উক্তির মাধ্যমে জানতে পারেন নল নেই, একথা শুনে অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর শীর্ণদেহে মলিন বস্ত্রে কলিকে দময়ন্তীর পতিব্রতার নিন্দা করতে করতে প্রবেশ করেন। যদিও নলের দেহে আক্রান্ত কর্কোটকের বিষের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন তবুও তিনি এর শেষ দেখতে চান, যতক্ষণ ধর্মের প্রভাব ক্ষয় না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করবেনা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এদিকে দময়ন্তী জ্ঞান ফিরে পেয়ে বনদেবতাকে নলের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে দেখলেন এক প্রকাণ্ড ভীমাকৃতি বিশিষ্ট কৃষ্ণসর্প তাঁর দিকে আসছে। তখন তিনি বার বার নলকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান করতে করতে পুনরায় অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর নেপথ্যে শোনা যায়- সর্পের দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে গেল এবং এর সঙ্গে মঞ্চে সশস্ত্র কিরাতদ্বয়ের প্রবেশ ঘটে। দময়ন্তী জ্ঞান ফিরে পেলে দেখেন কিরাতরাজের সেনাপতি তাঁর জীবন বাঁচিয়ে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বেঁধে রেখেছেন। এরপর দময়ন্তীকে স্পর্শ করতে চাইলে তিনি রক্ষার জন্য চিৎকার করতে থাকেন, এমন সময় সেখানে অস্ত্র হাতে কিরাতরাজের আগমন হয়। তিনি কিরাতদ্বয়ের আচারণে অসন্তু হয়ে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু দময়ন্তীর অনুরোধে তাদের মুক্তি দেন। তারপর কিরাতরাজ তাকে কণ্যা সম্বোধন করে, তাকে নিয়ে সেই স্থান থেকে চলে যান। পরক্ষণে ভালো কাজ করাই জীবনে উন্নতির মূল, তা করতে গিয়ে যদি কোন পুণ্যাত্মা বিপদেও পড়েন তা বিধাতা মন পরীক্ষা করে থাকেন। সুতরাং ভালো কাজ কর ইত্যাদি গান করতে করতে বিবেক প্রবেশ করেন। কিরাতরাজ দময়ন্তীকে বিদর্ভে পৌঁছে দেয়েছেন এই বার্তা নিয়ে বিবেক ধর্মের কাছে গমন করেন। তারপর বিষন্ন মনে মোহ মঞ্চে প্রবেশ করে কিরাতরাজ তার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন এই বার্তা তাঁর প্রভু কলিকে জানাতে চলে গেলেন।

● **ষষ্ঠ অঙ্কঃ-**

এই অঙ্কের শুরুতেই পথিক বেশ ধরে বিদূষক নলকে অণ্বেষণ করতে করতে অযোদ্ধায় উপস্থিত হন। অযোদ্ধার কোন এক নাগরিকের মুখে শুনতে পান যে রাজা ঋতুপর্ণের রাজসভায় নতুন দক্ষ এক অশ্বপাল নিযুক্ত হয়েছেন। সেই দক্ষ অশ্বপাল নলও হতে পারেন, এইরূপ মনে করে ঋতুপর্ণের রাজভবনে প্রবেশ করেন। এরপর বিকৃতবেশে নল মঞ্চে প্রবেশ করে স্বগত উক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করে তার মনের সমস্ত দুঃখ প্রকাশ পূর্বক অনুশোচনা করতে থাকেন। দময়ন্তী হয়ত মারা গিয়েছেন সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন এবং নিজেকে বেঁচে থাকার জন্য ধিক্কার করতে থাকেন। কারণ প্রিয়া দময়ন্তী তাকে ছাড়া এক মহূর্তও বাঁচত না, নলই ছিল তার একমাত্র আশ্রয়। এইরূপ প্রাণ প্রিয়াকে তিনি ত্যাগ করেছেন। এভাবে হাহাকার করতে থাকেন। এমন সময় বিদূষক সেখানে প্রবেশ করে আড়াল থেকে নলের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। তারপর অতিথি রূপে নিজের পরিচয় দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। নল প্রথমে পুরুষ অর্থাৎ রাজকর্মীর উপর আতিথ্য সৎকারের দায়িত্ব দিলেও পরে নিজে বিদূষকের আতিথ্যভার গ্রহণ করেন। এদিকে নল কিন্তু নলকে চিনতে পারেন, মন্দারকও পরোক্ষভাবে বিদূষকে চিনতে পারেন। কিন্তু উভয়ই নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে কথোপকথন করতে থাকেন। বিদূষক নলকে বলেন যে, তিনি দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভাতে যোগদানের জন্য ঋতুপর্ণকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। তাঁর মুখ থেকে নল এই দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভার বার্তা শ্রবণ করে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করেন। এরপর তাঁরা পাকশালায় গমন করেন, কিন্তু তখন তাকে অন্যমনস্ক দেখে বিদূষক নিশ্চিতরূপে নলকে চিনতে পারেন এবং তাকে অনুগমন করেন। এখানেই ষষ্ঠাঙ্ক সমাপ্ত হয়।

● **সপ্তম অঙ্কঃ-**

সপ্তমাঙ্কের শুরুতে মলিনবেশে কলি প্রবেশ করেন। বহুদিন নলের দেহে থাকার ফলে কর্কোটকের বিষের প্রভাবে জর্জরিত হয়ে তাঁর দেহ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তিনি পরোক্ষভাবে দময়ন্তীর কাছে

ক্ষমা প্রার্থণা করেন এবং ধর্মের জয় হয়েছে তা স্বীকার করেন। এরপর বিষ্কম্ভকের মধ্যে দেখা যায় ঋতুপর্ণের সঙ্গে নল বিদর্ভে পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানে পৌঁছে স্বয়ংবরসভার বিষয়ে নিশ্চিত হন এবং ক্ষোভে দময়ন্তীকে তিরস্কার করতে থাকেন। নেপথ্যে কুমার ইন্দ্রসেনের বিপদের বার্তা শুনে বাইরে বেরিয়ে তার পুত্রকে দেখতে পান। তারপর তার সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হতেও দেখা যায়। কিন্তু ভীম তাকে চিনতে পেরে তাদের নিরত করেন। নল, দময়ন্তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কলির প্রভাব ব্যাখ্যা। তিনি দময়ন্তীর মুখ থেকে কিরাতরাজের দ্বারা তার উদ্ধারের কাহিনী জানতে পারেন। ভীম স্বয়ংবরসভায় আগত রাজাদের সত্য প্রকাশ পূর্বক বলেন, দময়ন্তী নলকে ফেরানোর জন্য কৌশল করে দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভার আয়োজন করেছেন। নল-দময়ন্তীকে সর্বসমক্ষে নিয়ে আসেন। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর পতিব্রতার প্রশংসা করেন এবং নলের কাছে ক্ষমা চান। সেখানে আগত রাজারা প্রথমে ক্রুদ্ধ হলেও নল, দময়ন্তী, ইন্দ্রসেনকে এক সঙ্গে দেখে সবাই দময়ন্তীর প্রশংসা করেন। অন্যান্য রাজারা নলকে সাহায্য করতে চাইলেও নল রাজি হয়নি, যেহেতু তিনি দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়েছিলেন। এমন সময় কলি সেখানে হঠাৎ প্রবেশ করে তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে দময়ন্তীর কাছে ক্ষমা চান এবং পুষ্কর নির্দোষ তা বলে যান। এরপর পুষ্কর সেখান প্রবেশ করে নল ও দময়ন্তীর পায়ে ধরে তার কৃতকর্মের জন্য দণ্ড প্রার্থনা করেন। নল তাকে আলিঙ্গনরূপ দণ্ড প্রদান করে ক্ষমা করে দেন। সিংহাসনে আরোহণ করে নল কিরাতরাজকে ডেকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাকে কিরাতদের অধিপতি করে দেন। বিদূষকে নিষধদেশের সীমান্ত প্রদেশে রাজ্য দান করেন। তারপর সেখানে ধর্মরাজ ও বিবেক সেখানে প্রবেশ করেন। তিনি বিবেককে তার চররূপে পরিচয় দিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ পূর্বক সবাইকে আশীর্বাদ করে বিদায় নেন। এখানেই দৃশ্যকাব্যটি সমাপ্ত হয়।

৩. পূর্বপ্রাপ্ত নলবৃত্তান্তের সঙ্গে নলদময়ন্তীয়ম্ দৃশ্যকাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণঃ- আধুনিক কবি শ্রীকালীপদ তর্কাচার্যের স্বপ্রতিভার উজ্জ্বলতম নিদর্শন হল *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্য।

প্রাচীন মহাভারতের নলোপাখানকে উপজীব্য করে রচিত হলেও এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে সহৃদয় পাঠকের নিমিত্ত নতুনত্বের আস্বাদ। যদি পূর্বপ্রাপ্ত কাহিনীর সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যটি মহাভারত মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত হলেও বেশ কিছু স্থানে নতুনত্ব লক্ষ্য যায়। প্রথমত, *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে প্রাপ্ত হংসটি পিতামহ স্বয়ং তাদের মিলনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে ছিলেন কিন্তু *মহাভারতের* নলোপাখ্যানের হংস সম্পর্কে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়না। দ্বিতীয়ত, *মহাভারতের* নলোপাখ্যানে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে নল কে বিভিন্ন প্রকার আশীর্বাদ করেন, সেগুলি এই দৃশ্যকাব্য অনুপস্থিত। তৃতীয়ত, *মহাভারতের* নলোপাখ্যানে দেখা যায় কলি দ্বাপরকে প্রেরণ করে পুষ্করকে দ্যুতক্রীড়ায় নিয়োগ করান, কিন্তু এই দৃশ্যকাব্যে দেখা যায় স্বয়ং কলি তাকে প্রেরণা দিয়েছেন। চতুর্থত, *মহাভারতের* নলোপাখ্যানে দময়ন্তী কর্তৃক বাহুকই প্রকৃত নল কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এই দৃশ্যকাব্যে সেগুলি অনুপস্থিত।পঞ্চমত, মহাভারতের নলোপাখ্যানের অন্তিমে নল কর্তৃক পুষ্করকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত করে রাজ্য লাভ করতে দেখ যায়, কিন্তু *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে দেখা যায় পুষ্কর স্বয়ং নলের কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেন এবং নলকে নিষধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। *'শিবপুরাণে'* প্রাপ্ত নল এবং দময়ন্তীর পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে এই *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে কোনরকম আলোকপাত করা হয়নি। আবার শ্রীহর্ষের *'নৈষধচরিতম্'* মহাকাব্যেও স্বর্ণ হংসের যে মানসিক আবেদন তা *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে দেখা যায়নি। এখানে পিতামহের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে হংসবৃত্তান্তের অবতারণা করা হয়। এই মহাকাব্যে নল ও দময়ন্তীর বিবাহ নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে কলির তর্কাতর্কি দর্শিত হয়েছে এবং দেবতাদের নিষেধ সত্ত্বেও কলি প্রমোদ উদ্যানে বাসা বাঁধেন। কিন্তু *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে এমন কোন বৃত্তান্ত দর্শিত হয়নি। মহাভারতে বর্ণিত নলদময়ন্তীর বিবাহ পরবর্তী জীবন নিয়ে এই মহাকাব্যে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়না, কিন্তু *নলদময়ন্তীয়-*দৃশ্যকাব্যে তাদের বিবাহের পর কলির চক্রান্তে আবার তাঁদের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনাদি দর্শিত হয়েছে। *'নলবিলাসম্'* মহাকাব্যের সঙ্গে এই এই মহাকাব্যের কাহিনী অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়। *'নলচরিতম্'* নাটকে দেখা যায় ব্রহ্মা স্বয়ং

সরস্বতীকে নল-দময়ন্তীর মিলন করার উদ্দেশ্য পাঠান এবং এখানে নলের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগী রূপে ইন্দ্রকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে এমন কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়নি। *'বৃহৎকথামঞ্জরী'* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে নল মৃগয়া করতে গিয়ে ধৃত হংসের মুখ থেকে দময়ন্তীর কথা শোনেন কিন্তু *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে দেখা যায় নল কোন এক অজ্ঞাত চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত দময়ন্তীর চিত্র দেখে নল তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হন। এটি শ্রীকালীপদ তর্কাচার্যের স্বকীয় সৃষ্টি। এখানে আবার *মহাভারতের* নলোপাখ্যানের ন্যায় অন্তিমে নল কর্তৃক পুষ্করকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত করে রাজ্য লাভ করতে দেখ যায়। কিন্তু *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে পুষ্কর স্বয়ং নলের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থণার মধ্য দিয়ে মিলন দোখানো হয়েছে। যেটি কবির এক অনবদ্য পরিকল্পনা বলা যায়।

সংস্কৃত ভিন্ন সাহিত্যে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখব নলদময়ন্তীর কাহিনীকে অবলম্বন করে অসমীয়া ভাষায় শ্রীপূর্ণকান্ত দেবশর্ম্মা কর্তৃক পদ্যাকারে রচিত গ্রন্থ হল *'নলদময়ন্তী-চরিত্র'*। এই কাব্যের শুরুতেই নারায়ণের বন্দনা ও বীরসেনকে শিবের আরাধনা করতে দেখা যায়। এরপর শিব তাঁর উদ্যানে কুবের পুত্র জয়ৎসেন ও তার পত্নী চন্দ্রমালাকে আলিঙ্গন করতে দেখেন এবং তাদের অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেন। জয়ৎসেন বীরসেন পুত্র নল ও চন্দ্রকলা ভীম কণ্যা দময়ন্তী নামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত কাহিনী *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে অনুপস্থিত। আবার যদি কাশীনাথ জৈন *'নলদময়ন্তী'* গদ্যকাব্যে এই কাহিনী আটটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এখানে নল-দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভা দিয়ে কাব্যটির শুভারম্ভ সূচিত হয়েছে। কিন্তু *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে দেখা যায় নল কোন এক অজ্ঞাত চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত দময়ন্তীর চিত্র দেখে নল তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হন। তারপরই হংসবৃত্তান্তের অবতারণা দেখা যায়। এছাড়াও শ্রী কালীপদ তর্কাচার্যের মোহ এবং বিবেক নামে গায়ক চরিত্রদুটি অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁদের নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎকৃষ্ট অর্থযুক্ত মধুর সঙ্গীতের ব্যবহার অতুনীয়। সুতরাং অবশেষে বলা যায়, *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যে পূর্ববর্তী বৃত্তান্তের স্পর্শ থাকলেও স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল।

চতুর্থ অধ্যায়

১. দৃশ্যকাব্যটির কাব্যমূল্য নির্ধারণ।

ক. ছন্দ বিমর্শ

খ. অলংকার নিরূপণ।

গ. রসবিচার।

ঘ. গুণ নিরূপণ।

ঙ. রীতি নিরূপণ।

চ. প্রধান চরিত্রগুলির মূল্যায়ন।

ছ. সন্ধি ও অবস্থা।

জ. অর্থোপক্ষেপক।

ঝ. অর্থপ্রকৃতি।

ঞ. প্রস্তাবনা।

ট. মঙ্গলাচরণ।

ঠ. ভরতবাক্য।

২. দৃশ্যকাব্যটির নাটকত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ।

১. দৃশ্যকাব্যটির কাব্যমূল্য নির্ধারণ :

ক. ছন্দ বিমর্শ :

"ছন্দাংসি ছাদনাৎ"[১]

নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন- চুরাদি গণীয় ছদ্ বা ছদি ধাতু থেকে ছন্দ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ অপসারণ বা সংবরণ। এছাড়াও বলা হয়- "চন্দয়তি হ্লাদয়তি ইতি ছন্দ" অর্থাৎ যা আমাদের আনন্দ দান করে তাই ছন্দ। তাই ছন্দ কাব্যের একটি অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ছন্দহীন-কাব্য কখনোই আদরণীয় হয় না। সেই কারণে যেকোন গ্রন্থের ছন্দ বিচার করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যে কবি শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য দক্ষতার সঙ্গে বহু ছন্দের প্রয়োগ সুনিপুণভাবে করেছেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল- শার্দূলবিক্রীড়িত, মালিনী, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক। তিনি বেশ কিছু শ্লোকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন-

"কালিন্দীকলগানসঙ্গতবিযৎসঞ্চারিবেণুস্বরো
রাধাকুঞ্জলতান্তসৌরভহরঃ শ্যামপ্রভাসুন্দরঃ।
নন্দানন্দকরক্রিয়াসহচরো গোপোহৃদাং তস্করো
গোবিন্দো বিতনোতু বঃ শিবপদং শৃঙ্গারদেবো হরিঃ।।"[২]

এটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি শ্লোকে দেখা যায়-

"হিত্বা পুত্রকলত্রৰান্ধবগণান্ পিত্র্যং তথা মন্দিরমং,
কান্তারং বিগণয্য দুঃখশরণং তুচ্ছং মহাভীতিদম্।
হা হা দেব কিমেষ নো ন হৃয়সে বাচং ব্রবাণাস্ত্বথা,

---

১. নি. রু. ৭/৩১২।
২. ন. দ. পৃ. ১।

দুঃখার্ত্তা ৰহুসান্ত্ববাগ্ভিরনঘা হংহো নিষিদ্ধা ময়া।।"[১]

উক্ত শ্লোক দুটিতে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ হয়েছে বলা যায়। কারণ আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্।"[২]

উক্তর শ্লোক দুটির লঘু, গুরু ভেদে গণ বিচার করলে এখানে যথাক্রমে 'ম-স-জ-স-ত-ত-গ' গণ দেখতে পাব। তাই নিশ্চিতভাবে শ্লোক-দুটিতে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ হয়েছে বলা চলে। প্রথম শ্লোকে শ্রীহরির মঙ্গলভাব এবং দ্বিতীয় শ্লোকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, রাজ্য হারা হয়ে বিষাদের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়াও বেশকিছু শ্লোকে মালিনী ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন-

"মৃদুলপবনযোগাদ্ ভগ্নকায়ৈতরঙ্গৈঃ
সুললিতসলিলেয়ং বাপিকা সম্পতন্তী।
প্রণয়রূচিরচেতা নায়িকেব প্রসন্ন
দবয়িতুমুপতাপং যত্নসীমাং দধাতি।।"[৩]

তাই উক্ত শ্লোকটিতে মালিনী ছন্দ হয়েছে বলা যায়। কারণ আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ।"[৪]

উক্ত শ্লোকটির লঘু, গুরু ভেদে গণ বিচার করলে এখানে যথাক্রমে 'ন-ন-ম-য-য' গণ দেখতে পাব। তাই উক্ত শ্লোকটিতে মালিনী ছন্দ হয়েছে।

---

১. ন. দ. পৃ. ৬৪।
২. ছ. ম. পৃ. ২/১৯৮।
৩. ন. দ. পৃ. ২৩।
৪. ছ. ম. পৃ. ২/১৩৪।

এছাড়াও তিনি এই দৃশ্যকাব্যে বসন্ততিলক ছন্দের প্রয়োগও সুনিপুনভাবে করেছেন-

"শ্রুত্বা স্বয়ংবরকথামিহ ভীমজায়া

দেবর্ষিনারদমুখাদনুরাগমুগ্ধঃ।

ভাবং পরীক্ষিতুমনাঃ কলিরেষ তস্যা

ক্রীড়াবনং প্রতি বিমানচরঃ প্রয়ামি।।"[১]

উক্ত শ্লোকটির লঘু, গুরু ভেদে গণ বিচার করলে এখানে যথাক্রমে 'ত-ভ-জ-জ-গ-গ' গণ দেখতে পাব। তাই উক্ত শ্লোক দুটিতে বসন্ততিলকম্ ছন্দ হয়েছে বলা যায়। কারণ আচার্য গঙ্গাদাস তার *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ।"[২]

কিছু শ্লোকে বংশস্থবিল ছন্দের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন-

"কিরাতবেশেন বিমূঢ়নৈষধং

প্রতার্য্য সৌবর্ণবিহঙ্গবার্ত্তয়া।

বৈরং বিনির্য্যাতিতমেব দুর্দ্দমং

কিমন্যদস্মাত্ পরমস্য সাধ্যতাম্ ?"[৩]

উক্ত শ্লোকটিতে বংশস্থবিল ছন্দ হয়েছে বলা যায়। কারণ আচার্য গঙ্গাদাস তার *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ।।"[৪]

উক্ত শ্লোকটির লঘু, গুরু ভেদে গণ বিচার করলে এখানে যথাক্রমে 'জ-ত-জ-র' গণ দেখতে পাব। তাই শ্লোকটিতে বংশস্থবিল ছন্দ হয়েছে এবং কলির ঔদ্ধত্যভাব প্রকাশিত হয়েছে।

---

১. ন. দ. পৃ. ২৭।
২. ছ. ম. পৃ. ১০৫ ।
৩. ন. দ. পৃ. ৭৪।
৪. ছ. ম. পৃ. ২/৬৬।

এইভাবেই শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য তাঁর নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যে প্রাচীন কাহিনীকে নবরূপে উপস্থাপনা করলেও প্রাচীন ছন্দগুলিকে প্রয়োগ করেছেন।

খ. অলংকার বিমর্ষ :

'অলম্-কৃ+ঘঞ্' প্রত্যয় যোগে করণবাচ্যে পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে 'অলংকারঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল অলংকরণ বা শোভা প্রদান, 'অলংক্রিয়তে শোভা সাধ্যতে অনেন ইতি অলংকারঃ'। আচার্য বিশ্বনাথ তার *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের দশম-পরিচ্ছেদে অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"শব্দার্থয়োরস্থিরাঃ যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।

রসাদীনুপকুর্ব্বন্তোঽলংকারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ।।"[২]

বামনও তাঁর *কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি* গ্রন্থে কাব্যে অলংকারকে প্রধান্য দিয়েছেন। বাস্তবে অলংকার মনুষ্য শরীরের শোভাবৃদ্ধি করে তেমনি কাব্যালংকারও কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে। সুতরাং অলংকার যেকোন কাব্যের বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সেহেতু '*নলদময়ন্তীয়ম্*' দৃশ্যকাব্যের অলংকার পর্যালোচনা বিশেষ প্রয়োজন। এইদৃশ্যকাব্যে তিনি বেশকিছু শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় নিপুনতার সঙ্গে স্বভাবোক্তি অলংকারের প্রয়োগ করেছেন। যেমন-

"সারঙ্গাঃ পবনোন্মখা মৃদুগতিং বাতং সুখং ভুঞ্জতে,

দুরাৎ কৌসুমসৌরভং পরিসৃতং তৃপ্তিং পরাং যচ্ছতি।

শান্তা মানসবেদনা খগকুলং সঙ্গীতমাসেবেতে,

---

১. সা. দ. পৃ. ১০/১।

কান্তারে বিপদাং পদেঽপি সহসা শান্তিঃ পরা জৃম্ভতে।।"[১]

উক্ত শ্লোকটিতে প্রকৃতির স্বাভাবিক বর্ণনা থাকায় স্বভাবোক্তি অলংকার হয়েছে। কারণ এই অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তার *সাহিত্যদর্পণে* বলেছেন-

"স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্।।"[২]

কিছু শ্লোকে নিদর্শনা অলংকারের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। যেমন-

"ক্ব স্বয়ংবরসভামুপেয়ুষো ভীমজাবরণমাল্যভাগিতা।

ক্ব প্রিয়াপ্রণয়িদেবতাকৃতে দূততা, হতবিধের্বিড়ম্বনা।।"[৩]

উক্ত শ্লোকটি তে দুটি ক্ব অব্যয় দ্বারা সাপেক্ষবাক্য এবং 'ভীমজাবরণমাল্যভাগিতা' ও 'প্রিয়াপ্রণয়িদেবতাকৃতে দূততা' পদদুটির মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব হওয়ায় নিদর্শনা অলংকার হয়েছে। কারণ আচার্য বিশ্বনাথ তার *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ।

যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা।।"[৪]

কোথাও কাব্যলিঙ্গ অলংকারের প্রয়োগএ দৃষ্ট হয়। যথা-

"প্রবিশ্য বহ্নিং যদি মৃত্যুকামনা

তথাপি হংহো জিতমেব বহ্নিনা।

চিরায় চিত্তে প্রথমোপকল্পিতা।

---

১. ন. দ. পৃ. ৭৭।

২. সা. দ. ১০/৯২।

৩. ন. দ. পৃ. ৪০।

৪. সা. দ. ১০/৫১।

বহির্যদালিঙ্গিতুমাপ্যতে প্রিয়া।।"[১]

উক্ত শ্লোকটিতে প্রথম দুটি চরণের কারণ রুপে শেষের দুটি চরণ উল্লিখিত হওয়ায় কাব্যলিঙ্গ অলংকার হয়েছে। কারণ কাব্যলিঙ্গ অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন-

"হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে।।"[২]

কোন কোন শ্লোকে সন্দেহের প্রকাশে আবার **সন্দেহালংকারের**[৩] প্রয়োগ দৃষ্ট হয়-

"যা ত্বং বিনা জীবতি নো মুহূর্ত্তং, ত্বমেব যস্যাঃ শরণং চিরায়।

বিধূয় দেবানপি যাবৃণীত্ত্বাং, সেয়ং বিনষ্টা বত জীবতসি ত্বম্ ?"[৪]

তিনি দৃষ্টান্ত অলংকারের প্রয়োগও নিপুনতার সাথে করেছেন। যেমন দেখা যায়-

"বর্জ্যতাং কলিবিরোধি মানসং,

প্রাপ্যতাং শুভফলং সনাতনম্।

আশ্রিতেষু করুণাবলম্ব্যতাম্,

অন্যথা নিজমনিষ্টমূহ্যতাম্।।"[৫]

উক্ত শ্লোকটিতে 'বর্জ্যতাং কলিবিরোধি মানসং' এবং 'অন্যথা নিজমনিষ্টমূহ্যতাম্' এদের মধ্যে বৈধর্মের ভিত্তিতে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলংকার হয়েছে। কারণ এই অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন-

"দৃষ্টান্তস্তু সাধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্।"[৬]

---

১. ন. দ. পৃ. ৫২।
২. সা. দ. ১০/৬২।
৩. "সন্দেহঃ প্রকৃতোঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ/শুদ্ধ নিশ্চয়গর্ভোঽসৌ নিশ্চয়ান্ত ইতি ত্রিধা।" - সা. দ. ১০/৩৫।
৪. ন. দ. পৃ. ১০৭।
৫. ন. দ. পৃ. ৯৭।
৬. সা. দ. ১০/৫০।

সুতরাং উক্ত শ্লোকে দৃষ্টান্ত অলংকার এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও বহু শ্লোকে শ্লেষ এবং অর্থালংকারের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য ছন্দ প্রয়োগে যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমন অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন।

গ. রসবিচার :

এই দৃশ্যকাব্যের রসবিচার করার পূর্বে রসের স্বরূপ এবং উৎপত্তি বিষয়ে জানব। সংস্কৃতকাব্যশাস্ত্রের অলংকারাদি ছয়টি প্রসিদ্ধ প্রস্থানসমূহের মধ্যে আদি এবং অন্যতম রসপ্রস্থান। এই প্রস্থানের আদি প্রবক্তা ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* রসের প্রসঙ্গে বলেছেন-

"রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ ।"[১]

অর্থাৎ যা কিছু আস্বাদন যোগ্য তাই রস। আচার্য ভরত এর উৎপত্তি বিষয়ে বলেছেন-

"বিভানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।"[২]

কাব্যে মূলত শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই আট প্রকার রস পাওয়া যায়। *সাহিত্যদর্পণে*[৩] বলা হয়েছে- এদের মধ্যে একটি অঙ্গীরস এবং বাকি অঙ্গরসরূপে বিবেচিত হবে। এই দৃশ্যকাব্যে যেহেতু নলদময়ন্তীর প্রেমকাহিনী এবং বিরহের মধ্যদিয়ে তাদের মিলনাত্মক পরিণতি দর্শিত হয়েছে সেহেতু এই নাটকের অঙ্গীরস বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার হয়েছে। কারণ বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন-

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে...।।"[৪]

---

১. না. শা. ৬/৩১।
২. তদেব।
৩."এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারবীর এব বা/অঙ্গমন্যে রসা সর্বে কার্যো নির্বহনেঽদ্ভুত।।"- সা. দ. ৬/১০।
৪. সা. দ. ৩/১৮৩।

অর্থাৎ শৃঙ্গ হল কামের আবির্ভাব। এর হেতু স্বরূপ যে রসের মূল প্রায় উত্তম প্রকৃতির হয়ে থাকে, সেই রসকে শৃঙ্গাররস বলা হয়। এই শৃঙ্গররস মূলত দুই প্রকার। যথা- বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ শৃঙ্গাররস। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ ভরতের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বলেছেন-

"যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ।।"[১]

অর্থাৎ যেখানে রতি তার অভীষ্ট বস্তুকে পায়না সেখানে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস হয়। আমরা যদি *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এখানে নলদময়ন্তীর প্রণয়কাহিনী মূল উপজীব্য, তাই এই নাটকে শৃঙ্গার রসাত্মক তা নিশ্চিত। প্রথমে দেবতাদের দ্বারা তাঁদের মিলন বিঘ্নিত হয়েছিল, তারপর সাময়িক মিলন হলেও পুনরায় দীর্ঘ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা দুজনকে সহ্য করতে হয়েছিল। যদিও শেষে তাদের মিলন দেখানো হয়েছে কিন্তু তাদের রতি প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত না হওয়ায় এই দৃশ্যকাব্যের মূলরস বা অঙ্গীরস বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকেনা।

এছাড়াও এই নাটকে অন্যান্য অঙ্গরসেরও প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন একটি শ্লোকে বীররসের অবতারণা দেখা যায়-

"ক্রীড়া নিত্যমমানুষী সমুচিতা শস্ত্রেণ যুদ্ধাঙ্গনে,

লীলাস্ফারিতসিংহবক্ত্রবিবরাত্তবিবরাত্তদ্দন্তকৃষ্টিঃ ক্রিয়া।

বাত্যাব্যাহতিরম্বুবর্ষণমথো তিগ্মাংশুতাপাদয়ঃ

সর্বেষাংসহনোচিতং বপুরিদং ক্ষাত্রং বিধাত্রা কৃতম্।।"[২]

---

১. সা. দ. ৩/১৮৪।

২. ন. দ. পৃ. ৭১ ।

নল, দময়ন্তীকে নির্জন বনে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর চতুর্থাঙ্ক ও পঞ্চমাঙ্কে দময়ন্তীর হাহাকার এবং আর্তনাদের মধ্য দিয়ে সহৃদয় সামাজিকের মনে করুণরসের উদ্রেক হয়। পঞ্চমাঙ্কে তার করুণ উক্তি বহু অংশে পরিলক্ষিত হয়-

"দময়ন্তী(সবিষাদম্)- হা হা গতঃ, সুদূরং গতো মে প্রাণনাথঃ চিরায় মন্দভাগিনীং মাং পরিহায় ক্বাপি গতঃ? ন পুনরাগমিষ্যতি? ন পুনস্তস্য দর্শনং লপ্স্যতে? হা হতাস্মি।"[১]

তৃতীয়াঙ্কে বিদূষককে স্মরণ করে নলের করুণ বিলাপের মধ্য দিয়ে করুণরসের উদ্রেক হয়-

"আশৈশবং মদনুবৃত্তিপরং বয়স্যং

হিত্বা প্রয়ামি বত দূরতরং প্রদেশম্।

হা কাতরেণ মনসা প্রিয়ৰান্ধবস্

মন্দারকস্য করূণং রূদিতং স্মরামি।।"[২]

এছাড়াও বিদূষকের চরিত্রের বার্তালাপের মধ্য দিয়ে সামাজিকগণের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা দেখা যায়। প্রথমাঙ্ক এবং সপ্তমাঙ্কে বিদূষকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সামাজিকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক হয়, কর্কোটকের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে ভয়ানক রসের উৎপত্তি হয় আবার সপ্তমাঙ্কে হঠাৎ কলি ও পুষ্করের আগমন এবং তাদের ক্ষমা প্রার্থনা দেখে সবাই বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়ে ফলে অদ্ভূত রসের উদ্রেক হয়। এভাবেই বিভিন্ন নানা রসের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে রসোর্ত্তীর্ণ '*নলদময়ন্তীয়ম্*' দৃশ্যকাব্যটি সহৃদয় সামাজিকের কাছে বিশেষ আদরণীয় হয়েছে।

---

১. ন. দ. পৃ. ৬৬।

২. ন. দ. পৃ. ৬৪।

ঘ. গুণ নির্ণয় :

সংস্কৃতকাব্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম প্রস্থান হল গুণ প্রস্থান। গুণের প্রসঙ্গে অগ্নিপুরাণে বলা আছে-

"যঃ কাব্যে মহতীং ছায়ামনুগৃহ্লাত্যসৌ গুণঃ।"[১]

আবার আচার্য বামন বলেছেন- কাব্য শোভা প্রদানকারী ধর্মকে গুণ বলেছেন।

"কাব্যশোভায়াঃ কর্তারঃ ধর্মাঃ গুণাঃ।"[২]

আচার্য মম্মট তার কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে বলেছেন-

"যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মা শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।

উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ।।"[৩]

আচার্য বিশ্বনাথও *সাহিত্যদর্পণে* একই মতামত ব্যক্ত করে গুণকে শৌর্যাদির ন্যায় বলেছেন।[৪] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গুণকে আলংকারিকরা স্বীকার করলেও মানবশরীরের শৌর্যাদি বাহ্যিক গুণের ন্যায় কাব্যের বাহ্যিক ধর্মরূপে স্বীকার করেছেন। আচার্য মম্মট এবং বিশ্বনাথ উভয়ই প্রধানরূপে তিনটি গুণ স্বীকার করেছেন। যথা- মাধুর্য্য, ওজ এবং প্রসাদ। এই প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আচার্য দণ্ডী। তিনি তার *কাব্যাদর্শ* গ্রন্থে গুণের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি দশটি গুণের কথা স্বীকার করেছেন। যথা-

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।

অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃকান্তিসমাধয়ঃ।।

---

১. অ. পু. ০৩/১১/০৫।
২. কা. দ. ০৩/০২।
৩. কা. প্র. ০৮/৮৬।
৪. "রসস্যাঙ্গিগত্বমাপ্তস্য ধর্মা শৌর্যদয়ো যথা গুণাঃ।"সা. দ. ৮।

ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণা স্মৃতাঃ।

এষাং বিপর্যয়ঃ প্রায়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্মনি।।"[১]

কালীপদ তর্কাচার্যের *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্য যেমন নানা রসে সমৃদ্ধ তেমন নানা গুণেও সমৃদ্ধ। এই দৃশ্যকাব্যে মাধুর্য, ওজ এবং প্রসাদ তিনটি প্রধান গুণই পরিলক্ষিত হয়েছে।

- **মাধুর্য গুণ :**

যেহেতু এই দৃশ্যকাব্যটি শৃঙ্গার রসাত্মক তাই বহু স্থানে আমরা মাধুর্য গুণের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আলংকারিক বিভিন্ন মতামত পোষণ করলেও এই প্রস্তানের প্রধান প্রবক্তা আচার্য দণ্ডী তাঁর *কাব্যাদর্শে* বলেছেন-

"মধুরং রসবৎ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।

যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ।।"[২]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের বহু স্থানে মাধুর্য গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণরূপে বলা যায়-

"আদৌ দ্রষ্টা চিত্রশিল্পে ময়া যা।

সৈবাভূন্মে রাগপাত্রং মহোয়।

সা চেদ্ মৈমী তত্র মে চিত্ররাগঃ,

সা চেদন্যা তত্র মে চিত্ররাগঃ।।"[৩]

---

১. কা. দ. ৪১/৪২।

২. কা. দ. ১/৫১।

৩. ন. দ. পৃ. ২১।

উক্ত শ্লোকটিতে মধুর বাক্য এবং শৃঙ্গার রসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং এর দ্বারা সহৃদয় সামাজিকগণ শৃঙ্গাররস আস্বদন করে তৃপ্ত হওয়ায় এখানে মাধুর্যগুণের সমাবেশ হয়েছে বলা যায়।

- **ওজগুণ :**

এছাড়াও এই দৃশ্যকাব্যটিতে যেহেতু আমরা আমরা নলের বীরুত্বের কথা এবং কিছু কিছু স্থানে সমাসের আধিক্য পাই, সেহেতু ওজগুণের প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য দণ্ডী তার *কাব্যাদর্শে* বলেছেন-

"ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ গদ্যস্য জীবিতম্।

পদ্যেঽপ্যদ্যক্ষিণাত্যানামিদমেকং পরায়ণম্।।"[১]

'নলদময়ন্তীম্' দৃশ্যকাব্যের বহু গুণের সমাবেশ দেখা গেলেও অধিক সমাস যুক্ত পদের প্রাধান্য থাকায় বহু শ্লোকে ওজ গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণরূপে বলা যায়-

"কালিন্দীকলগানসঙ্গতবিষয়ৎসঞ্চরিবেণুস্বরো

রাধাকুঞ্জললতান্তসৌরভহরঃ শ্যামপ্রভাসুন্দরঃ।

নন্দানন্দকরক্রিয়াসহচরো গোপাহৃদাং তস্করো

গোবিন্দো বিতনোতু বঃ শিবপদং শৃঙ্গারদেবো হরিঃ।।"[২]

উক্ত শ্লোকটিতে 'কালিন্দীকলগানসঙ্গতবিষয়ৎসঞ্চরিবেণুস্বরো', 'রাধাকুঞ্জললতান্তসৌরভহরঃ' প্রভৃতি সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য থাকার জন্য ওজগুণ যুক্ত হয়েছে।

---

১. কা. দ. ১/৮০।

২. ন. দ. পৃ. ১।

- **প্রসাদ গুণ :**

যদি সম্পূর্ণ দৃশ্যকাব্যটি অবলোকন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই দৃশ্যকাব্যে প্রসাদ গুণের আধিক্য অতি মাত্রায় রয়েছে। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য দণ্ডী তার *কাব্যাদর্শে* বলেছেন-

"প্রসাদবৎ প্রসিদ্ধার্থমিন্দোরিন্দীবরদ্যুতিঃ।

লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতীতি প্রতীতিসুভগং বচঃ।।"[১]

প্রসাদ গুণের উদাহরণ *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যের তৃতীয়াঙ্কের একটি শ্লোকে দৃষ্ট হয়-

"কৃত্তিমাঃ সুহৃদো লোকেদুর্লভা ন কদাচন।

একোঽপ্যকৃত্তিমো বন্ধুর্ভুবনেষু সুদুর্লভঃ।।"[২]

উক্ত শ্লোকটির বিষয়টি প্রসিদ্ধ এবং দ্রুত অর্থ অবগমন হওয়ার জন্য এখানে প্রসাদ গুণ হয়েছে বলা যায়।

এছাড়াও নল ও দময়ন্তীর সৌন্দর্য বর্ণনায় কান্তি[৩], উৎকর্ষতা ও গুণব্যঞ্জক শব্দের প্রয়োগের ফলে উদারতা[৪] গুণের প্রয়োগ দেখা যায়, কিছু কিছু স্থানে বর্ণবিন্যাসের সমতার কারণে সমতা[৫] এবং শ্লিষ্ট[৬] পদের প্রয়োগ থাকায় শ্লেষ গুণের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, বেশীর ভাগ শ্লোকে বিবক্ষিত অর্থবোধের কষ্ট কল্পনা না থাকায় অর্থব্যক্তি[৭] গুণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

---

১. কা. দ. ১/৪৫।
২. ন. দ. পৃ. ৫৬।
৩. ন. দ. পৃ. ৪৪।
৪. ন. দ. পৃ. ৫৩।
৫. ন. দ. পৃ. ২০।
৬.ন. দ. পৃ. ২১।
৭. ন. দ. পৃ. ১৩।

ঙ. রীতি নির্ণয় :

সংস্কৃত-অলংকারসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম প্রস্থান হল রীতি প্রস্থান। 'রীড়্' ধাতুর সাথে 'ক্তিন্' প্রত্যয় যুক্ত করে রীতি পদটি নিষ্পন্ন হয়। রীতি শব্দের অর্থ হল শৈলী, প্রগতি, পদ্ধতি, প্রণালী, মার্গ। আচার্য ভরত এটিকে প্রবৃত্তি বলেছেন, দণ্ডী ও কুন্তক রীতিকে মার্গ বলেছেন, ভামহ এর কোন ব্যাখ্যা করেননি। আচার্য ভরত অবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও মাগধীকে, বিশ্বনাথ বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটীকা চারটি রীতি স্বীকার করেছেন। ভোজ আবার ছয়টি রীতি স্বীকার করেছেন, বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, লাটী, অবন্তিকা ও মাগধী। রুদ্রট মৈথিলী নামক নতুন রীতির কথা বলেন। রাজশেখর তিনটি স্বীকার করেন। সুতরাং প্রধান রীতি হল- বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী। আচার্য বিশ্বনাথ এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থানবিশেষবৎ।

উপকর্ত্রী রসাদিনাং।।"[১]

আচার্য বামন এই প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন।[২] তিনি তাঁর *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি* গ্রন্থে রীতির লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন-

"বিশিষ্টা পদরচনা রীতি।।"[৩]

তিনি আবার গুণকে রীতির আত্মা রূপে স্বীকার করে, বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. সা. দ. ৯-৪৩৫।

২. " রীতিরাত্মা কাব্যস্য।।"- কা. সূ. বৃ. ১/২/৬।

৩. কা. সূ. বৃ. ১/২/৬।

● **বৈদর্ভী রীতি :**

এই দৃশ্যকাব্যে বৈদর্ভী রীতির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই রীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি বলা হয়। আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণের* নবম পরিচ্ছেদে বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন- সমাসবিহীন বা অল্পসমাসযুক্ত, দশগুণসমন্বিত, বর্গের দ্বিতীয় বর্ণবহুল, স্বল্প প্রাণ অক্ষরযুক্ত রচনাকে বৈদর্ভী রীতি বলেছেন।[১] কিন্তু বামন বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"সমগ্রগুণোপেতা বৈদর্ভী।।[২]

নলদময়ন্তীয় -দৃশ্যকাব্যে বৈদর্ভী রীতির বহু উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় -

"গণ্ডভাগে বিলসতি পরং পাণ্ডিমা প্রৌঢ়কান্তিঃ,

বাচাং মধ্যে স্ফুরতি সহসা নামভাগঃ প্রিয়য়াঃ।

শ্বাসো দীর্ঘং প্রসরতি চিরং শূন্যশূন্যেব দৃষ্টিঃ,

ক্ষীণপ্রাণা ন চলতি পুরো বিব্রতা দেহযষ্টিঃ।।"[৩]

উক্ত শ্লোকটিতে 'প্রৌঢ়কান্তিঃ' পদটিতে বন্ধের গাঢ়তার জন্য ওজ, 'ক্ষীণপ্রাণা' পদটিতে শৈথিল্যের জন্য প্রসাদ, 'দেহযষ্টিঃ' এটি শ্লিষ্ট পদ যুক্ত হওয়ায় শ্লেষ, 'গণ্ডভাগে বিলসতি থেকে শুরু করে বিব্রতা দেহযষ্টিঃ' পর্যন্ত একই বর্ণবিন্যাসে সমাপ্ত হওয়ায় সমতা, প্রথম ও তৃতীয় বাক্যে আরোহ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বাক্যে অবরোহ থাকায় সমাধি, 'বাচাং মধ্যে স্ফুরতি সহসা নামভাগঃ প্রিয়য়াঃ' এই বাক্যে মধুর পদ যুক্ত হওয়ায় মাধুর্য্য, 'শূন্যশূন্যেব' পদটিতে অজরঠতার জন্য সৌকুমার্য, 'পাণ্ডিমাপ্রৌঢ়কান্তিঃ' পদটিতে দীপ্ত পদের জন্য কান্তি এবং পদসমূহের সহজে অর্থবোধের জন্য অর্থব্যক্তি গুণের সমাবেশ হেতু এখানে বৈদর্ভী রীতির প্রয়োগ হয়েছে।

---

১. সা. দ. ৯/২।
২. কা. সূ. বৃ. ১/২/১১।
৩. ন. দ. পৃ ১২।

- **গৌড়ী রীতি :**

আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণের* নবম পরিচ্ছেদে গৌড়ী রীতির লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন- ওজ গুণের প্রকাশ আড়ম্বর পূর্ণ সমাসবহুল রীতি গৌড়ী। অর্থাৎ ওজগুণ প্রকাশক বর্ণের দ্বারা আড়ম্বরপূর্ণ , সমাসবহুল রচনাকে গৌড়ী রীতি বলে।[১] বামন তার *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি* গ্রন্থে বৈদর্ভী রীতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন-

"ওজঃকান্তিমতী গৌড়ীয়া।।"[২]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

"কালিন্দীকলগানসঙ্গতবিষয়ৎসঞ্চরিবেণুস্বরো

রাধাকুঞ্জললতান্তসৌরভহরঃ শ্যামপ্রভাসুন্দরঃ।

নন্দানন্দকরক্রিয়াসহচরো গোপাহৃদাং তস্করো

গোবিন্দো বিতনোতু বঃ শিবপদং শৃঙ্গারদেবো হরিঃ।।"[৩]

উক্ত শ্লোকটিতে সমাসবদ্ধপদের আধিক্য থাকায় ওজ গুণযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্গারদেব হরির শ্যামপ্রভা যুক্ত সুন্দর রূপের তথা দীপ্তির বর্ণনা থাকায় গৌড়ী রীতির প্রয়োগ হয়েছে বলা যায়।

- **পাঞ্চালী রীতি :**

আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণের* নবম পরিচ্ছেদে গৌড়ী রীতি প্রসঙ্গে বলেছেন- বৈদভী এবং গৌড়ী রীতির বর্ণগুলি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বর্ণের রচনাকে পাঞ্চালিকা

---

১. সা.দ ৯/৩।

২. কা. সূ. বৃ. ১/২/১২।

৩. ন. দ. পৃ. ১।

রীতি যুক্ত মান্য হবে।[১] অর্থাৎ পূর্বোক্তরীতিদ্বয়ে ব্যবহৃতবর্ণগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট অপর বর্ণসমূহে দ্বারা গঠিত পাঁচ বা ছয়টি শব্দের সমাসযুক্ত রচনাকে পাঞ্চালী রীতি বলা হয়। বামন তার *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি* গ্রন্থে পাঞ্চালী রীতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন-

"মাধুর্যসৌকুমার্যোপপন্না পাঞ্চালী।।"[২]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

"চিত্রে পুরা চতুরচিত্রকরোপনীতা
সা চিত্ততস্কররূচিঃ প্রবিলোকিতা মে।
তস্মাৎ পরং মনসি কল্পনয়া প্রণীয়
তন্মূর্ত্তিমস্মি সুতরাং পরিমোহিতাত্মা।।"[৩]

উক্ত শ্লোকে মধুর ও সমাসহীন পদের প্রয়োগ এবং চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রের সৌন্দর্য অজরঠতা বা পারুষ্যহীনভাবে বর্ণিত হওয়ায় পাঞ্চালী রীতির প্রয়োগ হয়েছে।

চ. নাট্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ :

এই দৃশ্যকাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি হল- এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক নিষধরাজ নল, নায়িকা দময়ন্তী, প্রতিনায়ক কলি ও বিদূষক মন্দারক।

● নিষাধরাজ নল :

এই দৃশ্যকাব্যের প্রধান চরিত্র তথা নায়ক হলেন নল । আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে নায়ক বা নেতার প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. সা. দ. ৯/৪

২. কা. সূ. বৃ. ১/২/১২।

৩. ন. দ. পৃ. ২০।

"ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।

দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা।।"[১]

তিনি উক্ত নেতা বা নায়ককে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন- ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরপ্রশান্ত। নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের নায়ক হল ধীরোদাত্ত প্রকৃতির। কারণ আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরঃ মহাসত্ত্বঃ।

স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।।"[২]

এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক নিষধরাজ নলের যদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে- তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণ রাজা ছিলেন, তা তার প্রতি প্রজাদের আচরণ থেকে বোঝা যায় এবং ত্যাগশীলতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেটি দেবতাদের দৌত্যকর্মের দ্বারা প্রকাশ পায় এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে কর্কোটকের জীবন বাঁচানোর মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি-

"চিরমুচিতভয়ার্ত্তব্যূহভীতিপ্রণাশে,
যদি বনভুবি নশ্যেন্নশ্বরং জীবনং মে।
তদিহ সফলতায়াঃ প্রাপ্তবানস্মি সীমাং
মৃগকুলমপি জীবত্যত্র কো বা বিশেষঃ ?"[৩]

তিনি কামদেরের ন্যায় সুন্দর রূপযৌবন সম্পন্ন ছিলেন। সমস্ত বিদ্যায় দক্ষ, বৈদগ্ধ্য ও অনুরক্ত ছিলেন। রাজ্য ছেড়ে বনে যাওয়ার পথে তার তেজের পরিচয় পেয়ে থাকি। তৃতীয়াঙ্কে একটি

---

১. সা. দ. ৩/৩৬।
২. সা. দ. ৩/৩৮।
৩. ন. দ. চতুর্থাঙ্ক,পৃ. ৮৮।

শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলির পরিচয় সহৃদয় সামাজিকগণ পেয়ে থাকেন। বাল্যকাল থেকে তিনি বিভিন্ন ক্ষাত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তার পরিচয়ও পেয়ে থাকি।

"ক্রীড়া নিত্যমমানুষী সমুচিতা শস্ত্রেণ যুদ্ধাঙ্গনে,

লীলাস্ফারিতসিংহবক্ত্রবিবরাত্তবিবরাত্তদ্দন্তকৃষ্টিঃ ক্রিয়া।

বাত্যাব্যাহতিরম্বুবর্ষমথো তিগ্মাংশুতাপাদয়ঃ

সর্বেষাং সহনোচিতং বপুরিদং ক্ষাত্রং বিধাত্রা কৃতম্।।"[১]

এছাড়াও তিনি শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, এর দ্বারা তাঁর দেবভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তিনি একজন যথার্থ নেতা বা নায়ক এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকেনা।

নিষধরাজ নল 'অবিকত্থন' অর্থাৎ আত্মাশ্লাঘহীন ছিলেন এবং অন্তিমে পুষ্করকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে তার ক্ষমাশীলতার পরিচয় পেয়ে থাকি। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবের ছিলেন, তা কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'মহাসত্ত্ব' অর্থাৎ যিনি শোক বা হর্ষ দ্বারা অভিভূত হন না, এদিক থেকে দেখলে নল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শোক বা হর্ষ দ্বারা অভিভূত না হয়ে বিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 'নিগূঢ়মান' অর্থাৎ যার গর্বভাব বিনয়ের দ্বারা আবৃত, নলের এই পরিচয় আমার পাই কিরাতরাজের সঙ্গে বিনয় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। দময়ন্তীকে ত্যাগ করার পর রাজা ঋতুপর্ণের গৃহে থাকাকালীন তার ধৈর্য্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃশ্যকাব্যের শুরুতেই চিত্র দেখে দময়ন্তীকে জীবনসঙ্গী করার জন্য দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করতে দেখা যায়। সুতরাং নল ধীরোদাত্ত প্রকৃতির নায়ক তা নিশ্চিত।

● বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী :

এই দৃশ্যকাব্যের নায়িকা বিদর্ভরাজ ভীম কন্যা দময়ন্তী। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা

---

১. ন.দ. তৃতীয়াঙ্ক,৭১।

করলে দেখা যাবে, তিনি মুগ্ধা প্রকৃতির নায়িকা ছিলেন। কারণ নয়িকার বিভাগ প্রসঙ্গে *দশরূপক*কার ধনঞ্জয়ের মতকে অনুসরণ করে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

"অথ নায়িকা ত্রিবিধা, স্বাঽন্যা সাধারণী স্ত্রীতি

নায়কসামান্যগুণৈর্ভবতি যথাসম্ভবৈর্যুক্তা।।"[১]

অর্থাৎ নায়িকা হবেন নায়কের ন্যায় ত্যাগাদি গুণযুক্ত স্ত্রী। নায়িকা মূলত তিন প্রকার স্বা বা স্বীয়া, অন্যা এবং সাধারণী স্ত্রী। এছাড়াও অবস্থাভেদে সাহিত্যদর্পণকার নায়িকাকে আট ভাগে ভাগ করেছেন। স্বীয়া নায়িকার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"বিনয়ার্জবাদিযুক্তা গৃহকর্মপরা পতিব্রতা স্বীয়া।"[২]

স্বীয়া নায়িকা তিন প্রকার যথা- মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগলভা। মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণ*কার বলেছেন-

"প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদবিকারা রতৌ বামা।

কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিক-লজ্জাবতী মুগ্ধা।।"[৩]

অর্থাৎ বয়স ও কামবিলাসে নবীন রতিবিমুখ এবং ক্রোধে কোমল, অধিক লজ্জাবতী নায়িকা হল মুগ্ধা নায়িকা। দময়ন্তীর চরিত্রের মধ্যে যে যে গুণগুলি ফুটে উঠেছে সেগুলি হল- সর্বাগ্রে পতিব্রতাধর্ম যেটি তাঁর চরিত্রকে অধিক মহিমান্বিত করেছে। এই গুণের পরিচয় দেবতাগণ কর্তৃক দ্যূতরূপে প্রেরিত নলের সঙ্গে দময়ন্তীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি, পতিব্রতাধর্মের হানি হওয়ার থেকে মরণকে তিনি শ্রেয় মনে করেছেন।

---

১. সা. দ. ৩/৬৯।

২. সা. দ. ৩/৭০।

৩. সা. দ. ৩/৭২।

"...তদা মরণমেব বরং মন্যমানাস্বজীবনং পরিত্যজেয়ম্, যেন পতিব্রতায়া মে ন ব্রতহানিকৃতো দোষঃ।"[১]

তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ হল চারিত্রিক দৃঢ়তা, যে গুণের দ্বারা তিনি দেবতাদের বিপক্ষে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নলকে লাভ করেন।

এছাড়াও তাঁর চরিত্রের মধ্য কিরাতদ্বয়ের ক্ষমা দানের দ্বারা দয়াশীলতা, ত্যাগ, ধৈর্য্য, সাহসিকতা, পুত্রবাৎসল্য, স্বামীভক্তি, বিচক্ষণতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় স্বহৃদয় পেয়ে থাকে। এসকল গুণাবলির দ্বারা দময়ন্তী একজন আদর্শ নায়িকা হয়ে উঠেছেন। এগুলির পাশাপাশি একজন প্রথমযৌবনা, কামদেব দ্বারা বিকারগ্রস্থ, কামবিমুখ, পতিব্রতা স্ত্রী, মৃদু অভিমানী এবং অধিক লজ্জাবতী প্রভৃতি গুণের জন্য তাকে মুগ্ধা শ্রেণীর নায়িকা বলতে পারি।

- **মন্দারক :**

মন্দারক হলেন এই দৃশ্যকাব্যের বিদূষক চরিত্র। কারণ বিদূষকের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন-

"কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্ম বপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।

হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ।।"[২]

অর্থাৎ পুষ্প বা বসন্ত প্রভৃতি নামবিশিষ্ট, কর্ম, দেহভঙ্গী বা বেশভূষা, বাক্যব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদনকারী, বিবাদপ্রিয় এবং স্বকর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে বিদূষক বলে। মন্দারক শব্দের অর্থ বিষয়ে 'Cambridge Dictionary' বলা হয়েছে -

---

১. ন. দ. দ্বিতীয়াঙ্ক, পৃ. ৫২।

২. সা.দ. ৩/৫১।

'An actor in a funny show in the theater or on television whose job is to allow the main actor to make him or her look silly.'[১]

মন্দারকের মন্দার শব্দের অর্থ হল- পুষ্প বা ফুল। তিনি এই দৃশ্যকাব্যে কর্ম বা ভোজনাদি কর্মের পরিচয় পাই, সপ্তমাঙ্কে নল পুনরায় রাজা হলে তিনি বলেছেন-

" অহং পুনঃ সম্ভাবয়ামি, যথা সমুপস্থিতা ভোজনবেলেতি মহোৎসবানুভবার্থং সর্বৈঃ সম্ভূয় অত্র ভোক্তব্যম্।"[২]

দেহভঙ্গী বা বেশভূষা, বাক্যব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা সামাজিকদের মনে হাস্যোৎপাদন করেছেন।

তার আরোও একটি বৈশিষ্ট হল- তিনি বিবাদপ্রিয়, তা এই দৃশ্যকাব্যের শুরুতেই নলের সঙ্গে মৃদু বিবাদের মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায়। যেমন- প্রথমাঙ্কে নলের সঙ্গে বিবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"উন্মত্তঃ, নেদৃশং লাবণ্যং বিধাতুঃশিল্পং স্যাদ্।।"[৩]

এছাড়াও তিনি স্বকর্মজ্ঞ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজকার্যে সঙ্গ দিয়েছেন। নলকে বিভিন্ন স্থানে অণ্বেষণ করেছেন। শেষে অযোদ্ধায় এসে নলের সন্ধান নিয়ে যান।

● কলি :

কলিকে এই দৃশ্যকাব্যের প্রতিনায়কের চরিত্রে দেখা যায়। কারণ প্রতিনায়কের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন-

"ধীরোদ্ধতঃ পাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ।"[৪]

---

১. C. D. (Internet)
২. ন. দ. সপ্তমাঙ্ক, পৃ. ১৩১।
৩. ন. দ. প্রথমাঙ্ক, পৃ. ২১।
৪. সা. দ. ৩/১৩৪।

অর্থাৎ প্রতিনায়ক হবেন ধীরোদ্ধত বা উদ্ধত প্রকৃতির, পাপকর্মকারী, ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি। এই দৃশ্যকাব্যে কলি চরিত্রের মধ্যে যেসকল গুণগুলি ফুটে উঠেছে, সেগুলি হল- প্রথমত, তিনি ছিলেন ধীরোদ্ধত প্রকৃতির। কারণ তিনি সকল প্রতিনায়কের ন্যায় পাপকারী ছিলেন, এর পরিচয় আমরা পাই যখন নল রাজ্য ছেড়ে চলে যান তারপর তাঁর নির্দেশে রাজ্যে অবিচার ধর্মনাশের জন্য পুষ্করকে নানা প্রকার আদেশ দেন।যথা-

"বেদেষু প্রয়াতু নয়ঃ শাস্ত্রাদ্ বহির্বর্ত্ততাং ,

যে শাস্ত্রং রচয়ন্তি তেঽপি মনুজা নৈতেঽপি কিং তাদৃশাঃ?

যস্মৈ যদ্ধি বিরোচতে জনিমতে তেনৈব তৎ সাধ্যতাং,

কালং কশ্চন দেহসঙ্গতিরিয়ং কাম্যেন সংযোজ্যতাম্।।"[১]

তিনি যেহেতু দময়ন্তীর প্রতি কামাসক্ত ছিলেন, নলকে বিবাহ করায় ক্রোধবশত তাঁর প্রতিশোধ নিতে চান এবং উক্ত আদেশাদি থেকে স্পষ্ট তিনি যে ব্যসনাসক্ত ছিলেন।

ছ. সন্ধি ও অবস্থা নিরূপণ :

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে সন্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি।"[২]

অর্থাৎ একটি ফলের সহিত সংযুক্ত, বৃত্ত-মধ্যস্থ বিভিন্ন বিভিন্ন কথাংশের প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধকে সন্ধি বলে। সন্ধিকে তিনি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ,

---

১. ন. দ. পৃ. ৫৯।

২. সা. দ. ৬-২৬৪।

উপসংহতি। মুখসন্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন-

"যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।

প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্।"[১]

যেখানে 'আরম্ভ' নামক অবস্থার সঙ্গে হয়ে নানা বৃত্তান্ত ও রস সম্ভনা যুক্ত বীজের উৎপত্তি হয়, তাকে মুখ সন্ধি হয়। 'আরম্ভ' নামক অবস্থার লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

"ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে।।"[২]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের 'দক্ষিণবাহু-স্পন্দনাদি' বীজ নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ এবং বনপাল, বনপালিকা, বিদূষক, নলের দ্বারা নানা বৃত্তান্তের প্রারম্ভ, দময়ন্তীর চিত্র দেখে নলের অনুরাগ প্রকাশের মধ্য দিয়ে শৃঙ্গার, বিদূষকের কথার মধ্য দিয়ে হাস্য রস প্রস্ফুটিত হওয়ায় মুখসন্ধির প্রয়োগ হয়েছে বলা যায়।

প্রতিমুখ সন্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন -

"ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।

লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং পরিকীর্তিম্।।"[৩]

দ্বিতীয়াঙ্কে দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভার উদ্দেশ্যে কলিকে মর্ত্যে আগমন করতে দেখা যায়। তার এবং কলির কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতারাও এসেছেন কিন্তু মার্গে আগমন সময়ে নলকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে নলকে তাদের দূতরূপে প্রেরণ

---

১. সা. দ. ৬/৭৬।

২. সা. দ. ৬/৭১।

৩. সা. দ. ৬/৭৭।

করেন কিন্তু দময়ন্তী দেবতাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে নল ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত দেবতাদের জানান। সুতরাং এখানে স্বয়ংবরসভার পরিণতি কেমন হতে চলেছে? এই মুখ্যফল লাভের উপায় বাধা প্রাপ্ত হয়েও কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। তাই এখানে প্রতিমুখ সন্ধি হয়েছে।

এখানে প্রতিমুখ সন্ধির সঙ্গে মুখ্যফলপ্রাপ্তির তথা নল-দময়ন্তীর মিলনের প্রতি নলের আগ্রহ প্রকাশ পাওয়ায় 'প্রযত্ন' নামক অবস্থার প্রয়োগ দেখা যায়। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

"প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ।"[১]

গর্ভ সন্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন -

"ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।

গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্মুহুঃ।।"[২]

তৃতীয় অঙ্কে প্রতিমুখ সন্ধির প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে বিদূষকের মুখে জানা যায় দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে তাদের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বিদূষকের মুখ থেকে জানা যায়, দময়ন্তীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, কলি চক্রান্তে কপট দ্যূতক্রীড়ায় পুষ্করের দ্বারা নল হেরে গিয়ে দময়ন্তীকে নিয়ে বনে গমন করছেন। সুতরাং এখানে ফললাভের প্রধান উপায় একটু পরিণতি পেলে বা লক্ষিত হলেও পুনরায় অলক্ষ্যে অবস্থান করে। এইভাবে লক্ষ্য-অলক্ষ্য ভাব থাকায় গর্ভসন্ধি হয়েছে।

উক্ত গর্ভসন্ধিতে উপায় এবং অপায়ের শঙ্কার মধ্য দিয়ে ফলপ্রাপ্তি অগ্রসর হওয়ায় 'প্রাপ্ত্যাশা' নামক অবস্থা প্রযুক্ত হয়েছে। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

---

১. সা. দ. ৬/ পৃ. ২৬৩।
২. সা. দ. ৬/৭৮।

"উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তি-সম্ভবঃ।"[১]

বিমর্ষ সন্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন -

"যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ

শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ।।"[২]

চতুর্থ ও পঞ্চমাঙ্কে নলদময়ন্তীর বনবাস, কলির নিষ্ঠুর চক্রান্তে এবং মোহের গানের দ্বারা প্রভাবিত নল দময়ন্তীকে নির্জন বনপ্রান্তরে বর্জন করে চলে যান। এরপর কর্কোটককে রক্ষা করতে অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং পরে ঋতুপর্ণের অশ্বচালকরূপে নিযুক্ত হন। অন্য দিকে দময়ন্তী ভয়ংকর সর্পের সম্মুখীন হন কিন্তু দুই কিরাতের সাহায্যে বেঁচে যান। কিন্তু তাদের একজন দময়ন্তীকে বিবাহ করতে চাইলে কিরাতরাজ তাকে উদ্ধার করে বিদর্ভে রেখে ভীমের কাছে রেখে আসেন। এই অঙ্ক দুটিতে প্রধান ফল নানা প্রকার বাধার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে যাওয়ায় এখানে বিমর্ষ সন্ধি হয়েছে।

উক্ত বিমর্ষ সন্ধিতে মুখ্যফল নানা প্রকার বাধার সম্মুখীন হওয়ায় এখানে 'নিয়তাপ্তি' নামক অবস্থার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়েছে। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা।"[৩]

নির্বহণ সন্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন -

"বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।

একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।।"[৪]

---

১. সা. দ. ৬/৭২।
২. সা. দ ৬/৭৯।
৩. সা. দ. ৬-২৬৪।
৪. সা.দ. ৬/৮০।

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের ষষ্ঠাঙ্কে বিদূষক নলকে অন্বেষণ করতে করতে ঋতুপর্ণের রাজসভায় পৌঁছে যান। নিজের পরিচয় গোপন রেখেই নলকে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরসভার কথা প্রকাশ করেন, যাতে নল সেখানে যান। এরপর তিনি বিদায় নেন। সপ্তমাঙ্কে নল সেখানে পৌঁছান এবং সবাই তাকে চিনতে পারেন, কলি ও পুষ্কর তাদের কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা চান এবং তাদের মিলন হয়, তাই এখানে নির্বহণ সন্ধি হয়েছে।

উক্ত নির্বহণ সন্ধিতে *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের মুখ্যফল নল ও দময়ন্তীর মিলন সম্পন্ন হওয়ায় এখানে 'ফলযোগ' নামক অবস্থার প্রয়োগ হয়েছে। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন -

"সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ।"[১]

জ. অর্থোপক্ষেপক নির্ণয় :

'নলদময়ন্তীয়ম্' দৃশ্যকাব্যের অর্থোপক্ষেপক নির্ণয়ের পূর্বে এর লক্ষণ বিষয়ে জানা প্রয়োজন। অর্থোপক্ষেপক অঙ্কে যেগুলি দর্শিত হয়না, সূচিত হয়। আচার্য বিশ্বনাথ এর লক্ষণ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণের* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন-

"অঙ্কেষ্বদর্শনীয়া যা বক্তব্যৈব চ সম্মতা।

যা চ স্যাদ্বর্ষপর্য্যন্তং কথা দিনদ্বয়দিজা।।

অন্যা চ বিস্তরা সূচ্যা সার্থোপক্ষেপকৈর্বুধৈঃ।

বর্ষাদূর্ধ্বং চু যদ্ বস্তু তৎ স্যাদ্ বর্ষাদধোভবম্।।"[২]

---

১. সা. দ. ৬/৭৩।

২. সা. দ. ৬/৫১-৫২।

এই অর্থোপক্ষেপক গুলি হল- বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার এবং অঙ্কমুখ।[১] তিনি 'বিষ্কম্ভক'-এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"বৃত্তবর্ত্তিষ্যমানানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভআদাবংকস্য দর্শিতঃ।।
মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভাং সংপ্রযোজিতঃ।
শুদ্ধঃ স্যাৎ স তু সংকীর্ণো নীচমধ্যমকল্পিতঃ।।"[২]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যে বহুস্থানে বিষ্কম্ভক এর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন এর প্রথমাঙ্কে বিষ্কম্ভকে দেখা যায় রাজা নল কোন এক নিপুন চিত্রশিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত চিত্র দেখে কামদেবের দ্বারা বিকারগ্রস্থ হয়ে মালতীমাধবে গমন করে, মনোবেদনা নিরুপণের উপায় রূপে বিদূষকের কথা স্মরণ করছেন। বিষ্কম্ভক শেষ হওয়ার পরক্ষণেই তাকে অণ্বেষণ করতে করতে মঞ্চে বিদূষকের প্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই অংশে দেখা যাচ্ছে নল ভূত এবং ভবিষ্যত দুই কাহিনীর সূচনা করেছেন এবং তিনি যেহেতু নীচ শ্রেণীর পাত্র নন, তাই এটি শুদ্ধ বিষ্কম্ভক হয়েছ।[৩] ছাড়াও এই দৃশ্যকাব্যে দ্বিতীয়াঙ্কে[৪] দময়ন্তী ও কল্পলতার মধ্যে কথোপকথনের দ্বারা, তৃতীয়াঙ্কে[৫] ও চতুর্থাঙ্কে[৬] নল এবং দময়ন্তীর কথোপকথনের দ্বারা, ষষ্ঠাঙ্কে[৭] বিদূষকের কথার দ্বারা এবং সপ্তমাঙ্কে[৮] কলির কথার মধ্য দিয়ে ভূত এবং ভবিষ্যত দুই কাহিনীর সূচনা দেখা যায়, যেহেতু তাঁরা কেউ নীচ বা হীন শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী তাই এখানেও কোথাও শুদ্ধ, কোথাও সংকীর্ণ বিষ্কম্ভক হয়েছ। আচার্য বিশ্বনাথ 'প্রবেশক'-এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. সা. দ.৬/ ৫৪।
২. সা. দ. ৬/৫৫-৫৬।
৩. ন. দ. পৃ. ১০।
৪. ন.দ. পৃ. ৩৮।
৫. ন.দ. পৃ. ৬৩।
৬. ন. দ. পৃ. ৬৩।
৭. ন. দ. পৃ. ১০৩।
৮. ন. দ. পৃ. ১১৭।

"প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।

অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষঃ বিষ্কম্ভকে যথা।"[১]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের পঞ্চমাঙ্কে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিরাতের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রবেশকের প্রয়োগ দেখা যায়। এটি বিষ্কম্ভকের লক্ষণ যুক্ত হলেও নীচ বা হীন পাত্র দ্বারা প্রযুক্ত হওয়ায় প্রবেশকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি এই দৃশ্যকাব্যের পঞ্চমাঙ্কে[২] দেখা যায়।

আচার্য বিশ্বনাথ 'চূলিকার' লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"অন্তর্জবনিকাসংস্থৈঃ সূচনার্থস্য চূলিকা।।"[৩]

'নলদময়ন্তীয়ম্' দৃশ্যকাব্যের প্রথমাঙ্কে নেপথ্যে অর্থাৎ যবনিকার আড়াল থেকে শোনা যায়- 'সাধু শৈলুষপুত্র সাধু সম্যগুক্তবানসি, প্রলীয়তে সর্বমিদং স্মরেণ ইতি'[৪]। সুতরাং এই বাক্যটি যেহেতু যবনিকার আড়াল থেকে নাটকীয় বস্তুর সূচনা করছে তাই এটি চূলিকার উদাহরণ বলা যায়। এছাড়াও চতুর্থাঙ্কে কর্কোটক বৃত্তান্তের[৫] অধিকাংশ উক্তি, পঞ্চমাঙ্কে[৬] কিরাতের উক্তি, সপ্তমাঙ্কে ইন্দ্রসেনবৃত্তান্তের অধিকাংশ উক্তিই চূলিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

আচার্য বিশ্বনাথ অঙ্কাবতারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"অঙ্কান্তে সূচিতঃ পাত্রৈস্তদংকস্যাবিভাগতঃ।

যত্রাঙ্কোঽবতরত্যেষোঽঙ্কাবতারঃ ইতি স্মৃতঃ।।"[৭]

---

১. সা. দ. ৬/৫৭।
২. ন. দ. পৃ. ৬৬।
৩. সা. দ. ৬/পৃ. ২৫৯।
৪. ন. দ. পৃ. ৪
৫. ন. দ. পৃ. ৮৮।
৬. ন. দ. পৃ. ৯৮।
৭. সা. দ. ৬/৫৮।

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের তৃতীয়াঙ্কের অন্তিমে কলির প্রতারণায় পড়ে কিরাত ছদ্মবেশধারণকারী কলির নির্দেশ মত নল যেতে চাইলে দময়ন্তী শঙ্কা প্রকাশ করেন কিন্তু নল কিরাতদের প্রতি বিশ্বাসবশত দুজনেই সেই স্থানে গমন করেন ফলে পরবর্তী অঙ্কে কি ঘটতে চলেছে তাঁর আভাস পাওয়া যায় এবং এর পর চতুর্থাঙ্কে দময়ন্তীর সন্দেহ যে যথার্থ তা প্রমাণিত হয়। সুতারাং চতুর্থাঙ্কের ঘটনার সূচনা তৃতীয়াঙ্কের অন্তিমে নল ও দময়ন্তীর দ্বারা সূচিত হওয়ায় এখানে অঙ্কাবতার হয়েছে।[১]

আচার্য বিশ্বনাথ 'অঙ্কমুখ'-এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাঽখিলা।

তদঙ্কমুখমিত্যাহুবীজার্থখ্যাপকং চ তৎ।।"[২]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের প্রথমাঙ্কে স্থাপক দৃশ্যকাব্যের স্থাপনার পর পারিপার্শিক এবং স্থাপকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় দেবব্রতের পুত্র দানব্রতকে দময়ন্তীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চয়ন করা হলেও সে বসুমিত্রের কন্যা বসুমতীকে চিত্রে দর্শন করার পর থেকে তার প্রতি কামনাবশত কামদেবের দ্বারা মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়েছেন এবং তার কথা স্মরণ করে সব কিছু বিস্মৃত হয়েছেন। এর পরবর্তী অংশে দেখা যায় এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক নলও একইভাবে কোন এক অজ্ঞাত চিত্রশিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত দময়ন্তীর চিত্র দেখে তাঁর প্রতি কামনাবশত রাজসিংহাসন মন্ত্রীদের উপর অর্পণ করে সব ভুলে গিয়ে বিরহে অন্তঃপুর উদ্যানে ভ্রমণ করছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে দানব্রতের বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য সমগ্র *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের সামগ্রিক কাহিনী সংক্ষেপে সূচনা করেছেন। সুতরাং প্রথমাঙ্কের এই অংশকে অঙ্কমুখ বলতে পারি।

---

১. ন.দ. পৃ. ৭৪।

২. সা. দ.৬/৫৯।

ঝ. অর্থপ্রকৃতি নিরূপণ :

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে প্রয়োজন সিদ্ধির হেতুকে অর্থপ্রকৃতি বলেছেন-

"অর্থপ্রকৃতয়ঃ প্রয়োজনসিদ্ধিহেতবঃ।"[১]

অর্থপ্রকৃতিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন- ৰীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য্য।[২]

● ৰীজ :

তিনি ৰীজের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং ৰহুধা যদ্ বিসর্পতি।

ফলস্য প্রথমো হেতুর্ৰীজং তদভিধীয়তে।।"[৩]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের প্রথমাঙ্কে স্বর্ণ হংস ধরতে গিয়ে নলের 'দক্ষিণবাহু স্পন্দিত' হয়-

"বামেতরভুজস্পন্দঃ স্ফুরিতং দত্তচক্ষুষঃ।

কিমকাণ্ডে হ্বয়ং প্রাপ্তং ফলম্ভবনা কুত?।।"[৪]

এর মাধ্যমে দময়ন্তীকে লাভ করার প্রথম সংকেত সূচিত হয় এবং ক্রমে নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে অন্তিমে তাঁদের মিলনরূপ ফলের মধ্য দিয়ে দৃশ্যকাব্যটি সমাপ্ত হয়। সুতরাং নলের এই বাহু স্পন্দনের মধ্য দিয়ে নাটকীয় ফলের সূচনা হওয়ায় এটিকে ৰীজ অভিহিত করা যায়।

● বিন্দু :

তিনি বিন্দুর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. সা.দ. ষষ্ঠাঙ্ক, পৃ. ২৬১।
২. "ৰীজং বিন্দুঃ পতাকা প্রকরী কার্য্যমেব চ/অর্থ-প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি।।"সা. দ. ৬/৬৪।
৩. সা.দ. ৬/৬৫।
৪. ন. দ. পৃ. ২৬।

"অবান্তারার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।"[১]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের পঞ্চমাঙ্কে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কিরাতের দ্বারা অবান্তরবৃত্তান্ত কথনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যকাব্যটির মূলবৃত্তান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও পুনরায় মঞ্চে দময়ন্তীর আগমনের[২] দ্বারা মূলবৃত্তান্তে প্রর্তাবর্তন হওয়ায়, এই অংশটিকে বিন্দু বলা যায়।

● পতাকা :

তিনি পতাকার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে।।"[৩]

এই দৃশ্যকাব্যের প্রথমাঙ্ক থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত হল বিদূষক বৃত্তান্ত। তাই এই প্রাসঙ্গিকবৃত্তকে পতাকা বলা যায়।

● প্রকরী :

তিনি প্রকরীর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে প্রাসঙ্গিকবৃত্ত প্রধান ফলের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে না, কেবলমাত্র দৃশ্যকাব্যের একটি নির্দৃষ্ট অংশে থাকবে সেটি প্রকরী ।

"প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা।।"[৪]

এই দৃশ্যকাব্যের কিরাতরাজের বৃত্তান্ত দৃশ্যকাব্যের একাংশে থেকেও দৃশ্যকাব্যে তিনি দময়ন্তীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে বিদর্ভে পৌঁছে দিয়ে ফলের পরিণতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করায় এই প্রাসঙ্গিকবৃত্তান্তকে প্রকরী বলা যায়।

---

১. সা. দ. ৬/৬৬।

২. ন. দ. পৃ. ৯৬।

৩. সা. দ. ৬-২৬২।

৪. সা. দ. ৬/৬৮।

● **কার্য্য :**

তিনি কার্য্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"অপেক্ষিতং যৎসাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।

আরম্ভ-যত্নপ্রাপ্ত্যাশানিয়তাপ্তিফলাগমাঃ।।"[১]

এই দৃশ্যকাব্যের সাধ্যবস্তু হল নলদময়ন্তীর মিলন, এটি মূলবৃত্তান্ত এবং এটিকে সিদ্ধ করার জন্য সবকিছুর আয়োজন। তাই নলদময়ন্তীর মিলনই এই দৃশ্যকাব্যের কার্য্য।

ঞ. প্রস্তাবনা :

'নলদময়ন্তীয়' দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনার পর্যালোচনার পূর্বে প্রস্তাবনার লক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজন। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

"নটী বিদূষক বাপি পারিপার্শিক এব বা।

সূত্রধারেণ সহিতা সংলাপং যত্র কুর্বতে।।

চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।

আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।।"[২]

এই প্রস্তাবনাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন- উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক, অবলগিত।[৩] *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যে কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়। এই কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনার লক্ষণ আচার্য বিশ্বনাথ প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. সা. দ. ৬/৬৯।

২. সা. দ. ৬/৩১-৩২।

৩. "উদ্ঘাতকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা/প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনাভিদাঃ।।"- সা. দ. ৬/৩৩।

"সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা।

ভবেৎ পাত্র প্রবেশশ্চেৎ কথোদঘাতঃ স উচ্যতে।।"[১]

অর্থাৎ সূত্রধারের বাক্য বা তার অর্থ গ্রহণ পাত্র প্রবেশ করানো হলে তাকে কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনা বলা হয়। যদি *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনা বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এখানে স্থাপকের 'প্রলীয়তে সর্বমিদম্ স্মরণেন'[২] এই বাক্যকে আশ্রয় করে পুনর্বার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মঞ্চে বিদূষক পাত্রের প্রবেশ ঘটানো হয়েছে তাই কথোদ্ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনা হয়েছে বলা যায়।

ট. মঙ্গলাচরণ :

প্রাচীন সংস্কৃতপরম্পরা অনুসারে কবিরা নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য কুশীলবেরা ইষ্টদেবতার উদ্দেশে যে স্তুতি বা মঙ্গলাচরণ করে থাকেন একে নান্দীও বলা হয়। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণে* এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতি যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।

দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।

মাঙ্গল্যশঙ্খ চন্দ্রাব্জকোককৈরবশংসিনো।

পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত।।"[৩]

নলদময়ন্তীয়-এর প্রথম শ্লোকটিতে ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে আশীর্বাদসূচক মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে।

---

১. সা. দ. ৬/৩৫।

২. ন. দ. পৃ. ৪।

৩. সা. দ. ৬/২৪-২৫।

"কালিন্দীকলগানসঙ্গতবিয়ৎসঞ্চারিবেণুস্বরো

রাধাকুলঞ্জলতান্তসৌরভহরঃ শ্যামপ্রভাসুন্দরঃ।

নন্দানন্দকরক্রিয়াসহচরো গোপাহৃদাং তস্করো

গোবিন্দো বিতনোতু বঃ শিবপদং শৃঙ্গারদেবো হরিঃ।।"[১]

উক্ত শ্লোকে যদি দেখা যায় এখানে যমুনার কলধ্বনি সম্বন্ধ গগণে সঞ্চারিণি বাঁশির সুরে রাধাকুঞ্জলতার শোভা হরণকারী, কৃষ্ণবর্ণ প্রভা যুক্ত সুন্দর, নন্দরাজের আনন্দপ্রদানকারী, গোপীগণের হৃদয়হরণকারী শৃঙ্গার রসদেব হরি গোবিন্দের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচারণ করা হয়েছে।

ঠ. ভরতবাক্য :

ভরতবাক্য বলতে সাধারণত দৃশ্যকাব্যের অন্তে আশীর্বাদসূচক যে শান্তি শ্লোকের অবতারণা করা হয়, তাকে ভরতবাক্য বলা হয়। যদিও আচার্য ভরত বা বিশ্বনাথ কেউ ভরতবাক্য শব্দটি ব্যবহার করেননি। আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* নির্বহণ সন্ধির প্রশস্তি নামক অঙ্গের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[২] আচার্য বিশ্বনাথ সেটি সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করে নির্বহণ সন্ধির প্রশস্তি নামক অঙ্গের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"নৃপাদেশাদিশান্তিস্তু প্রশস্তিরভিধীয়তে।।"[৩]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যের অন্তিমে রাজা এবং মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মঙ্গলবিধান করা হয়েছে। ভরতবাক্যটি হল-

---

১. ন. দ. পৃ. ১।

২. " নৃপাদেবপ্রশান্তিশ্চ প্রশস্তিরভিধীয়তে।।"- ন.শা-২১/১০৩।

৩. সা. দ. ৬/পৃ. ২৯০।

"পর্জন্যঃ কালবর্ষাদ্ধরণিমনুদিনং শস্যপূর্ণাং বিধেয়াৎ।

রাজানঃ সন্তু নিত্যং প্রকৃতিহিতকৃতে পুণ্যকৃত্যে নিমগ্নাঃ।

পাপং বিধ্বংসমার্গং ব্রজতু কবিকুলং কাম্যলাভং বিধত্তাং

প্রেম্শাং শুদ্ধিঃ সমৃদ্ধা ভবতু বিলসতাদ্ ভারতে স্বর্গশোভা।।"[১]

অর্থাৎ মেঘের নির্দৃষ্ট কালে বর্ষণের দ্বারা পৃথিবী শস্যপূর্ণ হয়ে উঠুক, সকল নৃপতিরা প্রজাদের কল্যাণ কর্মে এবং পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হোক, কবিগণ নিষ্পাপ, কল্যাণমার্গে বিচরণের দ্বারা অভিষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হোক, অকৃত্তিম প্রেমভাবের দ্বারা ভারতবর্ষে স্বর্গশোভা বিরাজ করুক এখানে নলের প্রশস্তিমুলক উক্তির মধ্য দিয়ে কবি ভরতবাক্যের প্রয়োগ করেছেন। এভাবেই কবি আধুনিককালে দাঁড়িয়ে প্রাচীন-কাহিনীকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

ড. নাট্যোক্তিনিরূপণ :

দৃশ্যকাব্য হল উক্তি-প্রত্যুক্তির সমন্বয়। নাট্য অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যে প্রযুক্ত উক্তি গুলিকে নাট্যোক্তি বলা হয়। আচার্য বিশ্বনাথ নাট্যোক্তিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়- স্বগত, প্রকাশ, অপবারিত, জনান্তিক, আকাশভাষিত। এই দৃশ্যকাব্যে উক্তি গুলি দৃষ্ট হয়-

● স্বগত :

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে স্বগত উক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

---

১. ন.দ. পৃ. ১৪৬।

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।।"[১]

অর্থাৎ যে বস্তু বা ইতিবৃত্ত সকলের শ্রবণের অযোগ্য তাকে অশ্রাব্য বলা হয়। যেহেতু উক্তিটি নট বা নটী মনে মনে করেন তাই একে আত্মগতও বলা হয়। যদিও বাস্তবিক দিক থেকে ভিত্তিহীন মনে হলেও রস সৃষ্টিতে এর প্রাধান্যতা লক্ষ্য করা যায়। এই দৃশ্যকাব্যে স্বগত উক্তির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যথা- প্রথমাঙ্কে রাজার সঙ্গে ছলনা করতে গিয়ে ধরা পড়ে স্বগত উক্তির প্রয়োগ করেন- **"অয়ে! কথং প্রকাশং গতোঽস্মি বয়স্য? তৎ কিমিদানীং প্রাপ্তকালমুত্তরং প্রতিপত্-স্যে(চিন্তয়তি)।"**[২]

● প্রকাশ :

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে স্বগত উক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- যে উক্তি সবার শ্রবণের যোগ্য তাকে প্রকাশ বলা হয়।

"সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাদ্।।"[৩]

এই দৃশ্যকাব্যের বিশেষ কিছু অংশ বাদ দিয়ে সর্বত্র প্রকাশ উক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা হয়।

● অপবারিত :

অপবারিত উক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- অন্যকে আড়াল করে গোপনে যে উক্তি প্রকাশ করা হয় তাকে প্রকাশ উক্তি বলা হয়।

"...তদ্ভবেদপবারিতম্/ রহস্যং তু যদন্যস্য পরাবৃত্য প্রকাশ্যতে।।"[৪]

---

১. সা. দ. ৬/১৩৭।
২. ন. দ. পৃ. ১৫।
৩. সা. দ. ৬/১৩৮।
৪. তদেব।

এই দৃশ্যকাব্য অপবারিত উক্তির প্রয়োগ দেখা যায় না। তিনি গোপনীয় উক্তির ক্ষেত্রে স্বগত উক্তির প্রয়োগ করেছেন।

● জনান্তিক :

তিনি জনান্তিকের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"ত্রিপতককারেণান্যানবার্য্যান্তরা কথাম্

অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকম্।।"[১]

এই দৃশ্যকাব্যের দ্বিতীয়াঙ্কে নলকে গোপন করে দময়ন্তী জনান্তিক উক্তির প্রয়োগ করে বলেন-

"অসম্বদ্ধভাষিণি বিমিদং ব্রবীষি? অপি মুগ্ধসি ত্বং কারণান্তরেণ?"[২]

● আকাশভাষিত :

আকাশভাষিতের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"কিং ব্রবীষীতি যন্নাট্যে বিনা পাত্রং প্রযুজ্যতে।

শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যর্থং তদ্ স্যাদাকাশভাষিতম্।।"[৩]

এটি মঞ্চে পাত্র-পাত্রী কমানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়। *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের পঞ্চমাঙ্কে দময়ন্তীর মুখে এই উক্তির ব্যবহার দেখা যায়-

"কিং ব্রবীষি কুতো দময়ন্ত্যাঃ প্রাণেশ্বর ইতি? হাহা ! তন্নাস্ত্যেব? হা হতাস্মি।"[৪]

---

১. সা. দ. ৬/১৩৯।

২. ন. দ. পৃ. ৪৯।

৩. সা. দ. ৬/১৪০।

৪. ন. দ. পৃ. ৯৬।

২. দৃশ্যকাব্যটির নাটকত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ :

দৃশ্যকাব্যকে আলংকারিকরা দশটি রূপকে এবং অষ্টাদশ উপরূপকে ভাগ করেছেন। এই দশটি রূপকের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নাটক। নাটকের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তার *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন-

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবৎ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ।।
সুখদুঃখসমুদ্ভুতি-নানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকাদশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।।
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ।।
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যো নির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্।।
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্।।"[১]

নলদময়ন্তীয়-দৃশ্যকাব্যকে যদি উক্ত লক্ষণের দৃষ্টিতে সঙ্গতি বা বিচার করা যেতে পারে। নাটকের লক্ষণানুসারে বৃত্ত হবে খ্যাতবৃত্ত বা রামায়ণমহাভারতাদি প্রসিদ্ধ, এই দৃশ্যকাব্যের যে বৃত্ত সেটি যেহেতু মহাভারতের নলোপাখ্যানকে উপজীব্য করে রচিত তাই সেটি খ্যাতবৃত্ত এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দৃশ্যকাব্যে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহতি পাঁচটি সন্ধি যুক্ত। 'বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবৎ' বিলাস শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে হরিদাস-সিদ্ধান্ত-বাগীশ তার কুসুম প্রতিমা টীকায় বলেছেন- 'বিলাসো ধীরো দৃষ্ট-রিত্যাদিনা প্রাগুক্তলক্ষণঃ' অর্থাৎ 'বিলাস' বলতে এখানে ভাষার সাবলীলগতিকে বোঝানো হয়েছে এবং 'ঋদ্ধি' শব্দের অর্থ করেছেন-

---

১. সা.দ. ৬/৭-১১।

‘ঋদ্ধি-র্যাকাচিদুন্নতিঃ’ অর্থাৎ ভাষার গাম্ভীর্য্য। এই দৃশ্যকাব্যে ভাষার সাবলীলগতি এবং ভাষার গাম্ভীর্য্য দুটিই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কবি কালীপদ তর্কাচার্য ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার আদি পদের দ্বারা কেউ প্রিয় প্রাপ্তি প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন, কেউ আবার আদি পদের দ্বারা শ্লেষ-প্রসাদাদি গুণকে নির্দেশ করেছেন। এই দৃশ্যকাব্য প্রিয়াপ্রাপ্তি হয়েছে এবং শ্লেষপ্রসাদাদি গুণও কবি নিপুনতার সঙ্গে দেখয়েছেন। ‘যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ’ এখানে বিভূতি শব্দের অর্থ হল- সম্পদ। অর্থাৎ নাটকে নায়ক-নায়িকাগত, ভাষাগত সম্পদযুক্ত হবে। সম্পদের দিক থেকে যদি দেখা যায় এই দৃশ্যকাব্য সম্পদে পরিপূর্ণ। ‘সুখদুঃখসমুদ্ভূতি’ অর্থাৎ নাটকের বৃত্ত সুখ এবং দুঃখে পরিপূর্ণ হবে। *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যে একদিকে যেমন রয়েছে প্রিয়প্রাপ্তির সুখ, অন্য দিকে রয়েছে কলির চক্রান্তে বিচ্ছেদের গুরুতর যন্ত্রণা। ‘নানারসনিরন্তর্’ অর্থাৎ নানা রসে সমৃদ্ধ হবে। এই দৃশ্যকাব্য যেমন রয়েছে নলদময়ন্তীর প্রেমের শৃঙ্গার রস, অন্যদিকে তাদের বিচ্ছেদর করুণ রস, বিদূষকের হস্যরস, বীর নলের বীররস, ভয়ানক ও অদ্ভুত রসের সংমিশ্রণ। ‘পঞ্চাদিকাদশপরস্তত্রাঙ্কাঃ’ অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশটি অঙ্ক হবে। এই দৃশ্যকাব্যে সাতটি অঙ্ক পাওয়া যায়। ‘প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্’ অর্থাৎ নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত, বিখ্যাত বংশজাত এবং প্রতাপযুক্ত হবে। এদিক থেকে দেখতে গেলে এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক নল বিখ্যাত নিষধরাজ্যের প্রতাপবান অধিপতি এবং গুণে ঋষিদের সমতুল্য। ‘দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ’ অর্থাৎ নায়ক দিব্য বা অপ্রাকৃতদেহধারী বা স্বর্গীয়, যেমন- কৃষ্ণ। দিব্যাদিব্য বা যিনি অংশত দিব্য এবং অংশত অদিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় ও মনুষ্য উভয়গুণযুক্ত, যেমন- শ্রীরামচন্দ্র ছাড়াও অদিব্য নায়কে হরিদাস-সিদ্ধান্ত-বাগীশ তার *কুসুমপ্রতিমা* টীকায় স্বীকার করেছেন, যেমন- দুষ্যন্ত। *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্যের নায়ক নল যেহেতু মর্ত্যের নায়ক তাই তিনি অদিব্য নায়ক। ‘এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা’ অর্থাৎ শৃঙ্গার অথবা বীর যেকোন একটি অঙ্গীরস হবে। এই দৃশ্যকাব্যের মূল রস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার তাই নাট্যসঙ্গত হয়েছে। ‘অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যং নির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্’ অর্থাৎ উক্ত রস দুটি ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গরস

থাকবে। এই দৃশ্যকাব্যে অঙ্গরস হিসাবে হাস্য, বীর, করুণ, ভয়ানক প্রভৃতি রস এবং নির্বহণ বা উপসংহার সন্ধিতে কলি ও পুষ্করের ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে অদ্ভুতরসের প্রয়োগ ঘটেছে। 'চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যব্যাপৃতপুরুষাঃ' অর্থাৎ চার বা পাঁচজন মুখ্য চরিত্র থাকবে। 'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্ত বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্' অর্থাৎ গোপুচ্ছের ন্যায় বন্ধন হবে। এই দৃশ্যকাব্যের কাহিনীও গোপুচ্ছাগ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে হ্রস্ব হতে হতে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

এছাড়াও নাটকের যে বর্জনীয় বিষয়, যেমন- দূর হতে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশবিপ্লব, বিবাহ, শাপ, মলত্যাগ, মৃত্যু, সুরতক্রীড়া, অধরদংশন, নখাঘাত, অন্যান্য লজ্জাকর কার্য্য, শয়ন, অধরপান, নগরাদি অবরোধ, স্নান, অনুলেপন প্রভৃতি এই নাটকে বর্জন করা হয়েছে।

উপসংহার

সবশেষে বলা যায় আজন্মশুদ্ধবংশের শুদ্ধিমত্তর পুণ্যাত্মা শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য প্রথিতযশা নৈয়ায়িক হওয়ার সত্ত্বেও সংস্কৃতকাব্যসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সংস্কৃতকাব্যজগতে একদিকে তিনি যেমন কাব্য, দৃশ্যকাব্য, মহাকাব্য রচনা করে মহাকবির যশ লাভ করেছেন, তেমনি অন্য দিকে অনুবাদমূলক রচনার দ্বারা সংস্কৃতকাব্যপাঠকদের আলোকপথের দিশারী হয়েছেন। এই গবেষণা প্রৰন্ধের মূল বিষয় তাঁর রচিত *নলদময়ন্তীয়*-দৃশ্যকাব্য আধুনিককালের রচনা হলেও এই নাটকের ছত্রে ছত্রে রয়েছে প্রাচীনত্বের ছোঁয়া। এই দৃশ্যকাব্যে তিনি আধুনিকতা এবং প্রাচীনত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। 'আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য' বলতে প্রাথমিক অবস্থায় যা বোঝা যায়, তা হল প্রাচীন কোন কাহিনী বা বিষয় যার আদ্য-প্রান্ত জুড়ে রয়েছে প্রাচীনত্ব এবং দৈবত্বের তকমা। এই অবস্থায় 'আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য' কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই প্রাচীনসংস্কৃতসাহিত্যকে আধুনিক কিভাবে বলা চলে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায়, 'আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য' বলতে সাধারণত দুটি বিষয়কে বঝানো হয়। প্রথমত, বিংশ শতকের বর্তমান কাহিনী বা ঘটনাকে অবলম্বন করে যে সকল আধুনিক কবিগণ বা সাহিত্যিকগণ যেসকল সংস্কৃত সাহিত্য রচনা করছেন সেগুলি কে 'আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য' বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কাহিনী বা ঘটনা যার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানেও চলছে সেই কাহিনীকে অবলম্বন করে সংস্কৃতসাহিত্য রচনা করা হলে তাকে আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য বলা যেতে পারে। এই গবেষণাপ্রৰন্ধের মূল বিষয় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য রচিত '*নলদময়ন্তীয়ম্*' দৃশ্যকাব্যটি দ্বিতীয় প্রকারের রচনা। কারণ তিনি অন্তিমে সময় নির্দেশ করে গিয়েছেন-

"সুমদ্রযুগ্মানলচন্দ্রমানে বঙ্গীয়বর্ষে মিথুনস্থসূরে।

গুরোর্দিনে সপ্তদশে সমাপ্তিম্ প্রাপ্তং নবীনং নলবৃত্তান্তনাট্যম্।।"[১]

অর্থাৎ তিনি ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের সপ্তদশ দিনাঙ্কে, রবিবাসরে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছিলেন, সুতরাং এটি বিংশ

---

১. ন. দ. পৃ. ১৪৬।

শতকের (১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ) রচনা এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই দৃশ্যকাব্যটি প্রাচীন *মহাভারতের* নলোপাখ্যানকে অবলম্বন করে রচিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- দময়ন্তী, কল্পলতা প্রভৃতি নারী চরিত্রের মুখে সংস্কৃতভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। দৃশ্যকাব্যটির কাহিনী সংক্ষেপ করার নিমিত্ত এতবেশী বিষ্কম্ভকের প্রয়োগ করা হয়েছে যে মূল কাহিনী অবগমনে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই বিষ্কম্ভক গুলির শুরু এবং শেষ স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিদূষক চরিত্রটি সৃষ্টিতে নিপুণতা এবং হাস্যরসের অভাব পরিলক্ষিত হয়, চরিত্রটি কেবলমাত্র প্রথমাঙ্কের পর ষষ্ঠ ও সপ্তমাঙ্কে দেখা যায়। পুষ্কর চরিত্রটি তেমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। মূল অলংকার যেমন- রূপক, শ্লেষ, উপমাদি অলংকারের কম প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সমগ্র কাহিনীর উপস্থাপনে তালমিলের অভাব ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথমবার দৃশ্যকাব্যটি পড়ে অর্থ অবগমন করা বেশ কষ্টসাধ্য। এছাড়াও বেশকিছু স্থানে অধিক সমাসাধিক্য এবং দুরূহ শব্দের প্রয়োগ রচনাটিকে কণ্টকময় করে তুলেছে। এই দৃশ্যকাব্যের শুরুতেই পারিপার্শিক ও স্থাপকের দ্বারা দানব্রতবৃত্তান্তের অবতারণার মধ্য দিয়ে মূল কাহিনী সূচিত হয়েছে, এটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহ্য হতে পারেনি। এছাড়াও যখন নল কর্কোটককে রক্ষা করতে গিয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দেন, কিন্তু এর পরিণতি কি হয়েছিল? এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। নল-দময়ন্তীর মিলনের পর সবশেষে পাঠককুল যখন নল-পুষ্করের যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন তখন হঠাৎ করে কলি ও পুষ্করের ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে বীররস থেকে নাটকীয়তা রক্ষায় অদ্ভূতরসে পরিণত হয় ঠিক, কিন্তু তা মনোরম হয়ে ওঠেনি। দৃশ্যকাব্যটির মধ্যে কিছু কিছু স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতি থাকলেও *মহাভারতের* নলোপাখ্যানের সম্পূর্ণ কাহিনীর বিন্যাস ক্ষুদ্রাবয়বে উপস্থাপন প্রশংসনীয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে *'নলদময়ন্তীয়ম্'* দৃশ্যকাব্যটি গুণ, রস, অলংকারের বৈচিত্র্যে, সঙ্গীতের মাধুর্য্যে নিঃসন্দেহে রসোর্ত্তীর্ণ দৃশ্যকাব্যে পরিণত হয়েছে বলা যায়। এই দৃশ্যকাব্যে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কবি আধুনিক জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত বাক্যগুলিকে সংস্কৃতরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন যা এই

দৃশ্যকাব্যকে 'আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য' তকমায় ভূষিত করেছে। উদাহরণরূপে বিশেষ কয়েকটি বলা যায়- বাংলাভাষায় 'তীরে এসে তরী ডোবা' বাগধারাটিকে তিনি প্রথমাঙ্কের একটি শ্লোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন-

"তটিনী বিপুলতরঙ্গা তরণী লগ্না তটীপান্তে ।

তরিতুং বাঞ্ছতি পান্থে মরূতা সহসা বিভগ্নাসৌ।।"[১]

আবার দ্বিতীয়াঙ্কে 'জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা', এটিকে তিনি প্রথমাঙ্কের একটি বাক্যের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন **'জাগরিতাপি সুষুপ্তিং নাটয়সি?'**[২]। এছাড়াও কিছু কিছু কালোপযোগী উপদেশও পাওয়া যেগুলি বিশেষভাবে পালনীয়। যথা- **'আতিথ্যং পরমং ধর্ম্ম'**[৩], **'বিপদি ধৈর্য্যং মহাপুরুষধর্ম্ম'**[৪]।

এখন প্রশ্ন হতেই পারে, এই দৃশ্যকাব্যটির কাহিনী বহু প্রাচীন মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত, এর প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান দিনে আদৌ আছে কি? না কি কবি কেবলমাত্র তাঁর প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রাচীন কাহিনীকে আশ্রয় করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, উক্ত কাহিনী চয়নের পশ্চাতে বিশেষ তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। তা কেবলমাত্র সহৃদয় সামাজিকই তা অনুভব করতে পারেন। এই নাটকের শেষে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় দৃষ্ট হয়। এখানে নলকে ধর্মের এবং কলিকে অধর্মের প্রতীকরূপে দেখানো হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদের চির অমরবাণী 'সত্যমেব জয়তে' প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সত্যের জয় প্রমাণিত, কিছু কাল সাময়িক প্রতিকূলতার মধ্যে অবস্থান করলেও অন্তিমে সত্যের তথা ধর্মেরই জয় হয়। এই দৃশ্যকাব্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

---

১. ন. দ. পৃ. ৩।
২. ন. দ. পৃ. ৩৯।
৩. ন. দ. পৃ. ৪৭।
৪. ন. দ. পৃ. ৬৪।

এই প্রাচীন কাহিনীর যদি প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে, বর্তমান সমাজে সর্বত্র অধর্মের বাতাবরণ, এখানে ধর্মের নামে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অধর্ম থেকে মুক্তির জন্য কিছুটা হলেও মানুষকে আলোর দিশা দেখাতে এই দৃশ্যকাব্যটি বিশেষ তাৎপর্য বিদ্যমান। যার কারণে এই কাহিনী সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমানকালেও নানা ভাষায় নানাভাবে নব নব রূপপরিগ্রহ করে বার বার ফিরে এসেছে। এর পশ্চাতে বহু কারণ বিদ্যমান। প্রথমত যদি এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক নলের কথা বলা যায় তাহলে দেখব, তাঁর চরিত্রের মধ্যে বীরত্ব, প্রজাবাৎসল্য, পুত্রবাৎসল্য, গুরু ও দেবভক্তি, পত্নীপ্রেম, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা সমগ্র পুরুষজাতির অনুকরণীয় আদর্শপুরুষ রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। অন্য দিকে দময়ন্তী তার পতিব্রতা, পুত্রবাৎসল্য, গুরুভক্তি, স্বামীর প্রতি অকৃত্তিম প্রেম ও ভক্তি, বিচক্ষণতা, ধৈর্য্য, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা নারীজাতির অনুকরণীয় আদর্শনারী রূপে স্থান পেয়েছেন। এই দৃশ্যকাব্যের প্রতিনায়ক কলিকে অধর্মের প্রতীকরূপে দেখানো হয়েছে। তিনি তার অসীম ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে অধর্মের পথে নল এবং দময়ন্তীকে পীড়নের মধ্য দিয়ে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হলেও অন্তিমে তাঁর প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অন্যদিকে নল তার ধর্মের জোরে অধর্মকে বিনাশ করেছেন। সর্বোপরি দময়ন্তীর পতিব্রতাধর্ম যা বর্তমান সমাজের নারীদের একান্ত অনুকরণীয়। এটি বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদাদির মত সমস্যা গুলি দূর করতে বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। বর্তমান সমাজে যদি দেখা যায় সামান্য কারণে পতি-পত্নীর, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিচ্ছেদ হতে দেখা যায়, এর মূল কারণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং ধৈর্য্যের অভাব। যা এই দৃশ্যকাব্যের নল ও দময়ন্তীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। অন্তিমে বলা যায়, সহৃদয় সামাজিকগণের উক্ত দৃশ্যকাব্যের কাহিনী আস্বাদন পূর্বক প্রত্যহিক জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজে তাদের চলার পথ আরোও মসৃণ এবং কণ্টকমুক্ত হয়ে উঠুক।

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ :

তর্কাচার্যঃ, কালীপদ। *নলদময়ন্তীয়ম্* । কলকাতা : সিদ্ধেশ্বর প্রেস্, ১৯২৬ ।

সহায়ক সংস্কৃতগ্রন্থতালিকা :

তর্কাচার্য, কালীপদ। *যোগিভক্তচরিতম্*। কলকাতা: ক্যালকাটা ওরিয়ন্টল প্রেস।

তর্কাচার্য, কালীপদ। *মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্*। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্, ১৯৭১।

তর্কাচার্য, কালীপদ। *সত্যানুভবম্*। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্,১৮৬৭।

দণ্ডী। *কাব্যাদর্শ* । সম্পা. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ১৯৯৫।

দীক্ষিত, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ। *নলচরিতম্*। সম্পা. সি. শঙ্কররাম শাস্ত্রী। মাদ্রাস: শ্রী বালমনোরমা প্রেস, ১৯২৫।

ব্যাসদেব (প্রোক্তম্)। *শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্* । সম্পা. ক্ষেমেন্দ্ররাজ কৃষ্ণদাস। দিল্লী : নাগ পাবলিসার্স, ১৯৮৭ (চব্বিশতম সংস্করণম্)।

...। *বিষ্ণুপুরাণম্* । সম্পা. থানেশ্বর উপ্রেতি। দিল্লী : পরিমল পাবলিকেশান্, ২০১১।

...।*মৎসপুরাণম্*। সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা: নবভারতী পাবলিশার্স, ১৩৯৫ (বঙ্গাব্দ), (প্রথম সংস্করণম্)।

বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণঃ* । সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণম্)।

বামন। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ*। সম্পা. অনিল চন্দ্র বসু। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০ (পুনর্মুদ্রণ)।

ত্রিবিক্রমভট্ট। *নলচম্পূঃ* । সম্পা. নন্দ কিশোর শর্মা । বেনারস : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ্, ১৯৩২।

ত্রিবিক্রমভট্ট। *নলচম্পূঃ* । সম্পা. নারায়ণ ভট্ট, দুর্গাচার্য প্রসাদ, শিবদত্ত। মুম্মাই: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৮০৭।

ভরতমুনি। *নাট্যশাস্ত্রম্* । সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্ত্তী)। কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন্, ২০১৪ (ষষ্ঠ মুদ্রণম্)।

মম্মট। *কাব্যপ্রকাশঃ*। সম্পা. বিপদভঞ্জন পাল (অনু. ও ব্যাখ্যা বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ)।

শ্রীহর্ষ। *নৈষধীয়চরিতম্*। অনু. করুণাসিন্ধু দাস। কলকাতা: নবপত্রপ্রকাশন্, ১৯৮৩।

ক্ষেমেন্দ্র। *বৃহৎকথামঞ্জরী*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদদারককেদারনাথ, শিবদত্ত শর্মা, কাশিনাথ শর্মা। মুম্মাই: নির্ণয়সাগর প্রেস্। ১৯৩১ (দ্বিতীয় সংস্করণম্)।

সহায়ক বাংলাগ্রন্থতালিকা :

বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০০৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলিকা। *সংস্কৃত কাব্যচর্চায় বাঙালী সেকাল ও একাল* । কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (প্রথম সংস্করণ)।

চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক* । কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ)।

মুখোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ। *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*। কলকাতা: বিভাগীয় গ্রন্থাগার, ২০১৬।

ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০১৪.

সহায়ক ইংরাজীগ্রন্থতালিকা:

Chottopadhaya, Rita. *Modern Sanskrit Dramas of Bengal (20th Century)*, Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2004.

Chottopadhay, Rita & Bijoya Goswami. *Encyclopaedia of Ancient Indian Dramaturgy.* Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2016(1st Edition).

De, S.K, & S.N, *A History of Sanskrit Litarature,* Delhi: 2017 (1st Edition).

Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics.* Delhi: Motilal Banarasidass, 1994.

Keith, A. Berriedale. *A History of Sanskrit Literature.* Oxford: Oxford university Press, 1954(Reprint).

Unni, N.P. *Nala Episode in Sanskrit Litarature.* Californiya: College Book House, 1977.

Winterniz, Maurice. *History of Indian Litaraturer.(vol-1).* Motilal Banarasidas: 1985.

সহায়ক হিন্দিগ্রন্থতালিকা:

জৈন, কাশীনাথ। *নলদময়ন্তী*। কলকাতা: নরসিংহ প্রেস্, ১৬২৪।

সহায়ক অসমীয়াগ্রন্থতালিকা:

দেবশর্ম্মা, শ্রীপূর্ণকান্ত। *নল-দময়ন্তী-চরিত্র*। ডিব্রুগড়: দর্পণ প্রেস্, ১৮২৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

সহায়ক কোষগ্রন্থতালিকা :

অমরসিংহ। *অমরার্থ চন্দ্রিকা*। সম্পা. শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১০।

বন্দোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। নিউ দিল্লী: সাহিত্য একাডেমি, ২০১৬ (নবম মুদ্রণ)।

বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র। *শব্দসার*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪ (পুনর্মুদ্রণ)।

Bhattachary, J. N & NilanjanaSarkar. *Encyclopedic dictionary of Sanskrit Literature (vol-I, A-Dh)*, Delhi: Gobal Vision Publishing House, 2004.

Mukopadhyaya, Govindagopal, *A New Trilingual Dictionary*, Kolkata: Sanskit Book Depot, 2008 (Reprint)

Monier-Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary.* Vol. 1. Delhi: MLBD, Pvt. Ltd., 1993.